পিতৃ-বিলাপ-কাব্য।

ও

বিবিধ-কবিতা।

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত কর্ত্তৃক-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত,

আড়ংপাড়া—(খুলনা)।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,

৭৯ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২৫ সাল।

মূল্য ১৲, বাঁধাই ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ভূমিকা।

'পিতৃ-বিলাপ কাব্য' কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। সে কবিতাগুলির মধ্যে পুত্র-শোকাতুর হৃদয়ের অরুন্তুদ বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পর পর প্রাণ-প্রতিম চারিটি পুত্রকে জন্মের মত বিদায় দিয়া কবি তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে এই মর্ম্ম-গাথাগুলি গ্রথিত করিয়াছেন। সুনিপুণ চিত্রকর যেমন কতকগুলি রেখা মাত্র পাত করিয়া সুন্দর সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিতে পারেন, তেমনি গ্রন্থকার কতকগুলি খণ্ড কবিতার সাহায্যে একটী মর্ম্মস্পর্শিনী গাথা রচনা করিয়াছেন। সে ছবি বাহিরের ছবি নহে, নিতান্ত অন্তরের ছবি; বিশ্বের চিরন্তন শোক-গীতির একটী বেদনা-ভরা রাগিণী।

"Never morning wore to evening
But some heart did break."

ইহা বিশ্ব মানবের হৃদয়-তানপুরার আদি মধ্য ও অন্ত্য সুর। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর বিয়োগ বিচ্ছেদ বিরহের সুর তাল মূর্চ্ছনায় ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। বিশালতায় ইহা ব্রহ্মাণ্ডেরই মত বিরাট্। সেই জন্য এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি কাব্য নামের যোগ্য।

মানবের প্রথম কবিতার জন্ম বিলাপে। প্রথম কবির সেই শোক-গাথা শ্লোক-জগতের সমস্ত দুঃখ মৃত্যুরূপ নিষাদকে বিয়োগ-ব্যথা-প্রপীড়িত জীবের দশা স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং সকল মনের সহিত তাহাকে অভিসম্পাত করিতেছে। কিন্তু সেই ক্রৌঞ্চবধূর দশায় নিষাদের হৃদয় গলিল কৈ? সেই হইতে মানবের বিষাদ শ্লোকবদ্ধ হইয়া যেন প্রাণের ছন্দে, হৃদয়ের তালে আত্মপ্রকাশ করে। সেই কবিতাই আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে বেশী, যার স্থায়ী ভাব বিরহ; যাহা নিত্য নিয়ত আমাদের মর্ম্মস্থলের সঞ্চিত বেদনা রাশিকে আশ্রয় করিয়া জন্মলাভ করে। কৃষ্ণলীলার

সর্ব্বাপেক্ষা মধুর অংশ রাধিকার বিরহ। কৈশোর প্রেমের বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে রাধিকার জীবন প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইল ; সেই অন্তহীন বিচ্ছেদ বেদনার স্নিগ্ধ-করুণ অশ্রুধারা সমস্ত বৈষ্ণব কবিতাকে সুন্দর সরস সঙ্গীত-ময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

পিতৃবিলাপের কবিতাগুলি কেবল শোক গাথামাত্র নহে। বন্ধু-বিলাপের অমর কবিতা টেনিসনের ‘In Memoriam’ যেমন কবিত্বের সলীল ভঙ্গীতে পরিপূর্ণ, কালিদাসের ‘রতি-বিলাপ’ যেমন বহুরসের আকর, বড়াল কবির ‘এষা’ যেমন শোকোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নানা ভাবের উদ্বোধন করে, তেমনি পিতৃবিলাপের কবিতা হৃদয়-তন্ত্রীর অনেকগুলি তারে আঘাত করে। যাঁহাদের চিত্ত শোকের ভারে অবনত হইয়াছে, তাঁহাদের ত এ কবিতা ভাল লাগিবেই ; কবিতার রস উপভোগ করিবার বাসনা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের সকলকেই এ কবিতা আনন্দ দান করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। কারণ কবিতাগুলিতে প্রকৃত কবিত্ব রসের অভাব নাই। অন্তরের সঙ্গে যাহা বলা বা লেখা যায়, তাহা অন্তরকে স্পর্শ করেই ; সেই জন্যই এই সরল, সুমিষ্ট, সরস কবিতাগুলির আদর হইবে, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। অধিকন্তু পিতৃ-বিলাপ কবিতাগুলির শেষে ‘বিবিধ কবিতা’ নামে আরও নয়টী সুন্দর কবিতা সংযোজিত হইয়াছে ; সে কবিতাগুলি নানা রসের সমাবেশে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে ভূমিকার ছলে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। এই কবিতাগুলি পড়িবার সময় যে দুই একটী বিষয় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, আমি সাধারণ ভাবে কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। প্রথম, কবিতাগুলির প্রসাদ গুণ : ইহার ভিতরে এমন একটী সরল স্বচ্ছ ভাবস্রোত আছে, যাহা সহজেই চিত্তকে

আকর্ষণ করে ; এই কবিতা বিলাতী এসেন্স মাখিয়া বিলাতী ক্রেপের ওড়না উড়াইয়া বাহির হয় নাই। ইহাতে ধার করা ভাব নাই। বৈচিত্র্য-হীন দৈনন্দিন জীবনের অতি ছোট ছোট ঘটনা যেমন যেমন ভাবে কবির হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই সুস্পষ্ট ছবি ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটী গুণ, কবির সহৃদয়তা ; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত সমস্ত জিনিসেই দত্ত-কবির সহানুভূতি সমান। আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর জীবন-প্রবাহের নিম্ন দিয়া দুঃখ দৈন্য ব্যথার যে অন্তঃসলিল বহে, এই কবিতা কয়েকটী তাহারই এক একটী তরঙ্গ। ইহাতে আবিলতা নাই। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় ভাবের সঙ্গে মাত্রা রাখিয়া, মানাইয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে। এই জন্য ইহা সর্ব্ব সাধারণ পাঠকের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এস্থলে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্তের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে। যশোহর জেলায় মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর নিকট ইঁহার বাস। কবতাক্ষীর লহরীলীলা ইঁহারও চিত্তের উন্মেষে সহায়তা করিয়াছে। দত্ত মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে রেবা-খণ্ডোক্ত সত্যনারায়ণের ব্রত কথা সুললিত বাঙ্গালা পদ্যে গ্রথিত করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ
কলিকাতা ১৯১৮ সাল।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র

সূচী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পিতৃ ঠাকুর মহাশয়েরর রচিত এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন জন্য যে সকল মহোদয় অর্থদানে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এবং ইহার ভূমিকা লেখক প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ মহোদয়ের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। প্রুফ দেখার সময় ব্যস্ততা প্রযুক্ত স্থানে স্থানে অসংলগ্ন ও বানান ভুল রহিল পাঠকগণ ত্রুটি মাপ করিবেন।

প্রকাশক।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য।

পূজা।

সন্তাপ কুসুম-দল, অশ্রুধার গঙ্গা-জল,
ভক্তি বিল্ব-তুলসী-চন্দন ;
শঙ্খ-ঘণ্টা হাহাকার, জপ-তপ অভাগার—
যাতনার করুণ-ক্রন্দন।

হৃদয়-আসন পাতি, জ্বেলেছি দুখের বাতি,
পূজিবারে চরণ তোমার ;
মিটাও দাসের আশা, লও পূজা ভাল-বাসা,
বঙ্গ-ভাষা,—জননি আমার !—

ছিঃ!

—o—

প্রাণধন! মুদিছ নয়ন ?*
কে আর দেখাবে হায়, ডেকে ডেকে অভাগায়
রবি-শশী-তারকা-গগন।

কে খেলিবে জোনাকীর সনে ?
সন্ধ্যার আলোক মাখি, উড়ে যাবে নীড়ে পাখী,
—চেয়ে রবে চকিত নয়নে ?

—চুপি চুপি করিবে হরণ,
আসি যবে উষা-বালা, শিরে লয়ে স্বর্ণ-ডালা,
ফুল্ল-ফুল করিবে চয়ন ?

কেবা বল খল খল হাসি'
প্রভাতের পানে চেয়ে, সাধা সুরে আধা গেয়ে,
পরাজিবে স্বরগের বাঁশী ?

হারা হ'লে সোহাগ চুম্বন,
সুন্দর খেলনা গুলি, অলিন্দে মাখিবে ধূলি,
"পুষী" কত করিবে ক্রন্দন।

---

* ৮ মাস বয়স্ক শিশুর শেষ দশা দর্শনে লিখিত। নাম সতীন্দ্র; মৃত্যু ১৩০৮ সাল পৌষ।

প্রাণাধিক ফিরাও বদন !
তোতা-সম প'ড়ে প'ড়ে ছি ছি ছি, ঘুমায়ে পড়ে,
কোন্ শিশু তোমার মতন ?

আহা, মরে যাই ! মরে যাই !!
অই ঢুলু ঢুলু আঁখি, অভাগায় দিলে ফাঁকি
কে শুনাবে "তাই তাই তাই" ?

একি !

—o—

তায়, অমন করিয়া, কেনরে ধরিয়া,—
সবায় চোরের মত,
সে যে, ব্যাধির আবেগে, নিশি জেগে, জেগে,
কাতর হয়েছে অত !

তারা, থেকে থেকে থেকে, ডেকে ডেকে ডেকে,
নিতেছে কিসের তথ্য,
আহা, ঘুমাইয়া আছে, ঠাকুমার কাছে,—
এখনো করেনি পথ্য !

ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে লিখিত। নাম শচীন্দ্র; মৃত্যু ১৩১৮ সাল ৫ই জ্যৈষ্ঠ।

তার, সাথিগণ এসে, বসি নানা বেশে,—
সাজাবে যখন মেলা,
বাছা, তখনি উঠিবে, হাসিবে নাচিবে,
আনন্দে করিবে খেলা।

তবে, অমন করিয়া, রাখিল ধরিয়া,—
কেনরে চোরের মত,
সে ত, কিছু নাহি বুঝে, ছুটী হ'লে খুঁজে,
শিশুর খেলানা যত।

আজো হাঁপিতে হাঁপিতে, ধায় সরসীতে
লহরী ধরিবে ব'লে ;
রেতে, খাবার বেলায় ঘুমাইয়া হায়
পাতায় পড়ে-গো ঢলে।

হয়, মুদিয়া নয়ন, অন্ধের মতন,
কভু বা বধির মূক,
করে, তারকা গণিতে, করকা ধরিতে
উল্লাসে উন্নত বুক ;

তবে, অমন করিয়া, রাখিল ধরিয়া,
কেন সে সোণার চাঁদে,
হায়, ধোকায় পড়িয়া, খোকায় ছাড়িয়া,
এখনো পরাণ কাঁদে।

ওঃ।

—o—

এখনো ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিলনা তোর,
পোহাইল বিভাবরী, নুকাল আঁধার-হরি,
আলোক-উন্মত্ত-করী উল্লাসে বিভোর,
আমরি, শুধুই তুই নিদ্রায় কাতর!

বহিতেছে ধীরে ধীরে প্রভাত পবন,
স-নিশা মধুর হাসি, বিমল-বিমানে আসি,
পুলকে পেতেছে ঊষা স্বর্ণ-সিংহাসন,
অরে ধন তুই কেন ঘুমে নিমগন!

---

২৩ বৎসর বয়স্ক পুত্রের মৃত-দেহ দর্শনে লিখিত। নাম প্রফুল্ল; মৃত্যু ১৩২০ সাল ৩রা আষাঢ়।

শ্যামার সু-স্বর মাখা মধু-মাখা তান,
ধ্বনিত সংসার-বাসে, শিশু হাসে আধ ভাষে,
ভ্রমর-খঞ্জন ধরে স্বরগের গান,
এত ধুম, তবু তুই ঘুমে শূন্য প্রাণ!

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, বাহ্য-জ্ঞান হত,
নিমীলিত নেত্রদ্বয়, বদন বিষাদ ময়,
শষ্প'পরে শুষ্ক-বপু—হইয়া সংযত,—
নির্ব্বাক নিষ্পন্দ সেই নিদ্রায় নিরত।

ব্যাধির বিষাদ-মাখা বদন যাহার,
রোগ-জীর্ণ কলেবরে, অমিয় বর্ষণ করে,
জানাতে প্রাণের ব্যথা ঝরে আঁখিধার,
অকস্মাৎ কেন হেন নীরবতা তার?

পিপাসা-কাতর-কণ্ঠ আঁখি ছল ছল,
ডাকিতে ডাকিতে কেন, সে মুখ বিমুখ হেন,
হীন-আভা ক্ষীণ-শোভা শুষ্ক-শত-দল,
চেয়ে দেখ্ আনিয়াছি আঁখি-ভরি জল।

কোথা এ ঘুমের আদি কোথা অবসান,
নীরবের দৃশ্য এই? সাড়া নেই—শব্দ নেই—

চিন্তা নেই—ভাষা নেই—নীরবের গান,
কোথায় শিখিলি এই নিখিলের ধ্যান ?

চেয়ে দেখ্, চেয়ে দেখ্, দুর্লভ রতন,
তোর সে স্নেহের সিন্ধু, সোদর-সোদরা-ইন্দু,
অনাথের মত মাখি রজ-আভরণ,
মাতৃ-হীনে কে করিবে সোহাগ যতন ?

দীনের প্রবীণ ওরে অন্ধের নয়ন,
সুখ-শয্যা নিরমল, যাহার বিরাম স্থল,
ধরা শয্যা, চন্দ্রাতপ অনন্ত-গগন,
ভিখারীর বেশে তার দুর্গতি এমন ?

আঁখি মেল্, আঁখি মেল্, আঁখি ভরা ধন,
দূর্ব্বা-দল পরিহরি, উঠে আয় ত্বরা করি,
নিভে যাক হৃদয়ের তীব্র-হুতাশন,
কোলে তুলে লয়ে যাই হৃদয়-ভূষণ।

আশার দেউটী মোর কেনরে নিভিল,
কত ঝড় নিপীড়ন, সহিলাম অগণন,
অটল অচল সম তবু যে গো ছিল,
এই নীরবের স্রোতে সকলি ভাসিল।

হেরিব বাসন্তী-লতা সহকার পাশে,
কত সাধ অভাগার, কি বলিব তোরে আর
দামিনী খেলিবে নব-নীরদ-নিবাসে,
তরুণ-অরুণ-চ্ছবি উদিবে আকাশে।

কত আশে, দেহ-বাসে, রচি রঙ্গা-লয়,
রত্ন-সিংহাসন পাতি, জ্বালিয়া সুখের বাতি,
হেরিতাম ভবিষ্যের কত অভিনয়,
সকলি হ'লরে আজি অশ্রুধারে লয়।

যাও তবে প্রাণাধিক কি বলিব আর,
স্মৃতির অনলে জ্ব'লে, যাতনার সিন্ধু-জলে,
বিন্দু সম ভেসে যাবে জীবন আমার,
যত দিন রবে ভবে পাপ-দেহ-ভার।

উঃ !

—o—

হায় পত্র এ কি কথা,
শুনায়ে দিলিরে ব্যথা,
অকস্মাৎ সম প্রহরণ ;
প্রাণাধিক পরবাসে,
অতুল আশার আশে,
কে করিল তাহায় নিধন ?
জ্বলন্ত-চিতার পরে,
আবার ফুৎকার ক'রে,
ছিটাইলি অনলের কণা,
এত দিন সুপ্ত ছিলি,
আবার আনিয়া দিলি,
সংহারের শত বিড়ম্বনা ?
ভুলে গিয়ে হাহাকার,
মুছে ফেলে অশ্রু-ধার,
ঘুচে ছিল মনের বেদন,

জেলা যশোহরের অন্তর্গত রাজঘাট গ্রাম হইতে আগত, ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্রের মৃত্যু সংবাদ যুক্ত পত্রিকা প্রাপ্তে লিখিত। নাম ধীরেন্দ্র, মৃত্যু ১৩২২ সাল, ৩রা পৌষ।

শৈশবের সখা হ’য়ে,
        সুকুমার হিয়া ল’য়ে,
                দেখেছিনু শৈশব-স্বপন ;
পরের পারের তরী,
        কে হরিল মরি মরি,
                ছিন্ন করি অভিন্ন-বন্ধন,
—দুর্লভ সুধার সিন্ধু,
        আনন্দের অশ্রু-বিন্দু,
                প্রভাতের পাখীর কূজন ;
তৃষ্ণার শীতল-জল,
        তাপিতের ছায়া-তল,
                নিদাঘের মলয়-পবন,
অন্ধের নয়ন-মণি,
        দীনের সোণার খনি,
                সোহাগের সহস্র চুম্বন,
মোহন-বীণার তান,
        বালকের আধ-গান,
                সাধকের প্রেমের-ঝঙ্কার,
বসন্তের হাসি মুখ,
        শীতের আতপ-সুখ,
                হেমন্তের শস্যের-সম্ভার ;

শারদ-জ্যোছনা-রাতি,
তরুণ-অরুণ-ভাতি,
উচ্ছ্বাসের সাদর সান্ত্বনা,
ঊষায় তুহিন-ধার,
বিকচ-কুসুম-হার,
স্বরগের সৌরভ—সুষমা,
ওরে পত্র জানি সব,
অনিত্য প্রপঞ্চ ভব,
শমনের ক্রীড়া-উপাদান,
কণামাত্র শক্তি কার,
[illegible] আসক্তি তার,
অন্তিমের মুক্তির সোপান;
কিন্তু যবে ভাবি মনে,
থেকে পর-নিকেতনে,
ঝরিয়াছে শত অশ্রু হায়,
দুখের বাড়ব-রাশি—
জ্বলি প্রাণে ভাসি ভাসি,
অন্তিমের তীব্র তাড়নায়;
তৃষ্ণার জলের তরে,
হাহাকার ক'রে ক'রে,
হারায়েছে দুর্লভ জীবন,

দূর-পর-বাসে থেকে,
স্বজন নাহিক দেখে,
করেছে না কতই ক্রন্দন
কে দিল আহার মুখে,
কে দিল বাতাস বুকে,
নিবারিতে দাহের অনল,
কে তারে রাখিল হায়,
সুপ্ত করি বিছানায়,
মুক্ত করি তপ্ত-আঁখি-জল ;
স্বজন-বর্জ্জিত-দেশে,—
দুখের পাথারে ভেসে,
নাহি হেরি ভাই-বোন যত,
ডেকে ডেকে অভাগায়,
নিকটে না পেয়ে হায়,
চলে গেছে কাঙালের মত ;
যখন ভাবি হে মনে,
কৃতান্তের পরশনে,
—দরশনে আরক্ত নয়ন,
দগ্ধ হ'য়ে শোকানলে,
ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তলে,
দেখে গেছে দুখের স্বপন ;

জীবন-যুদ্ধের পরে
নিয়তি নিরস্ত্র করে,—
পরিহার মাগিয়াছে রণে,—
স্মরিতে সে ইতিহাস,
শত শত হা হুতাশ,—
ভাঙ্গে বুক পাষাণ-পেষণে।
কাঁদেরে পিঞ্জরে পাখী,—
লুঠিয়া, ঝরিয়া আঁখি,
বহে প্রাণে শত ঝঞ্ঝাবাত,
জীমূতে বধিরে কাণ,—
প্রাণ করে আন্‌চান,
হেরি যেন শত উল্কাপাত ;
সংখ্যাতীত প্রহরণ,
প্রলয়ের বরিষণ,—
ক্ষীণ প্রাণে নাহি যে গো সয়,
আর যাবি কার কাছে,
কে বল্ রহিল পাছে,
ওরে পত্র ! ওরে নিরদয় ! !

কেন জনম ?

যাঁর অন্বেষণে, ছুটি ছুটি প্রাণ,
ত্রিভুবন চায় ভ্রমিতে,
কে দিবে বলিয়া, কত দিন পরে,
পারিব তাঁহায় ধরিতে,

ঘুরিতে ঘুরিতে, অস্তমিত রবি,
আঁধার করিয়া ধরণী,
কেমনে তাঁহার, দরশন পাব,
কে দিবে দেখায়ে শরণী।

যাঁহার লাগিয়া, পাদপ-কুসুম,
উষায় ভাসায় কাঁদিয়া,
বিহঙ্গম-দল, —আকুল-হৃদয়,—
সারা হয় প্রাণে ডাকিয়া,

সাগর-তরঙ্গ, উঠে নেচে নেচে,
ধরিতে যাঁহার চরণ,
কুসুমের রেণু, বেড়ায় উড়িয়া,
অন্বেষণে যাঁর ভবন,

* চিহ্নিত শব্দগুলি অকারন্ত উচ্চারণ করা উচিত।

সায়াহ্ন-আকাশ নব-নব বেশে,
যাঁর পদ যায় পূজিতে,
প্রভাত-প্রদোষ, দিবস-রজনী,
ঘুরে ফিরে যাঁয় খুঁজিতে ;

যাঁহার লাগিয়া, রবি-শশী-তারা,
ভ্রমিছে অনন্তে মিশিয়া,
যাঁহার পবিত্র— বদন দেখিতে,
ছুটে সৌদামিনী হাসিয়া ;

যাঁহার চরণ— -কমল হেরিতে,
যেতেছে অনল দহিয়া,
লভিতে যাঁহায়, অনন্ত পবন,
ভ্রমিছে অনন্তে বহিয়া ;

যেজন দেখায়, সুখের স্বপন,
স্বপনে হারাণ রতন ;
জাগাইয়া পুনঃ, কেড়ে লয় যেই,
এনে দিয়া প্রাণে মরণ,

সোহাগ চকোরে, যে জন শিখায়,
চুমিবারে চাঁদ-বদনে,

হৃদয়-সরসে, কামনা-কমল,
যে জন ফুটায় যতনে ;

ভাঙ্গে সেই জন, যাতনার ঝড়ে,
কেন কুসুমিত-কানন,
সুধাইব তাঁয়, কাঁদিবার তরে,
কেন দেয় জীবে জনম।

নদী দর্শনে।

কহ শুনি প্রবাহিনি,
দিন-রাত একাকিনী
নিয়ত আপন মনে অস্ফুট ভাষায়,
(যখন তোমার তীরে
আসি ভাসি আঁখি-নীরে)
কুল কুলে ও কি গান শুনাও আমায় !
পরিয়া লহরী-হার,
বহিয়া প্রীতির ভার,

রঙ্গ-ভরে কার তরে কার গুণ গাও,
ছুটে ছুটে দ্রুত বেগে,
সারা দিবা-নিশি জেগে,
তর তর করি তুমি কার কাছে যাও ?

কালের স্রোতের সহ,
ঘুরি ঘুরি অহরহ,
বিমল-শীতল-নীর করিয়া বহন,
শত বাধা পরিহরি,
ক্ষণ-লগ্ন তুচ্ছ করি,
প্রবল-প্রবাহে শুধু করহে গমন।
জগতের যত হিত,
তোমাতেই বিজড়িত,
নীরদের নীর তব গুপ্ত প্রস্রবণ,
তোমার করুণাহার
কুজ্‌ঝটি তুহিন ধার,
শস্যের সম্পদ মাঠে তোমারি কারণ।

ছড়ায়ে মধুরবাণী
কত রাজ রাজধানী,
প্রান্তর কান্তার চয় করিয়া লঙ্ঘন,

রতন-সম্ভার ল'য়ে,
অবিরত ব'য়ে ব'য়ে,
কোথায়—কাহায় যাও করিতে অর্পণ ?
সংখ্যাতীত জল-চরে,
স্থান দিয়া কলেবরে,
অপার স্নেহের ভরে করিছ পালন,
তোমার করুণা-বলে,
—দয়া-উদারতা ফলে—
সংসারে সুখের রশ্মি হয় বিকীরণ।

পাষাণের মেয়ে হ'য়ে
কেমনে উৎসঙ্গে লয়ে,
'করুণা' 'সঙ্গীত' 'শোভা', আসিলে ভূতলে,
ওহো, যে জগত-পতি
ঝিনুকে অমল মতি
নিরমিল, নিরমিল পঙ্কে শত-দলে,
ফণি-শিরে মণিদিয়া
রেখেছে যে সাজাইয়া
অঙ্গারে রচিত যাঁর কোহিনূরকণা,
যাঁহার করুণা-বলে,
জোনাকে মাণিক জ্বলে,
তোমার করুণ-প্রাণ তাঁহারি রচনা।

পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি,
সমীরের স্বন্ স্বনি,
ঝিল্লীর ঝঙ্কার, মধু-মক্ষিক-নিক্কণ,
পাখীর ললিত গান,
বীণার মধুর তান,
অঙ্গনার চারু-অঙ্গে ভূষণ-সিঞ্জন,
কিন্নরীর কণ্ঠ-স্বর,
নির্ঝরের ঝর-ঝর,
মৃদুমন্দ-মেঘ-মন্দ্র, সিন্ধু উচ্ছ্বসিত,
কাকলি-কূজিত-কুঞ্জ,
যাঁহার করুণা-পুঞ্জ,
তোমার ও কুল্ কুল্ তাঁহারি সঙ্গীত।

বিকচ-কুসুম-রাশি,
যাঁর অবিরাম-হাসি,
যাঁর রবি-শশী-তারা হরে অন্ধকার,
সুন্দর পতঙ্গ-পাখা,
যাঁহার শ্রীকর-আঁকা
প্রকৃতি-অঞ্চলে মাখা সৌন্দর্য্য সম্ভার,
মরু-ভূর তরু-দল,
যাঁহার করুণাস্থল,
ব্রহ্মাণ্ডের চারু-চিত্রে বিচিত্র মহিমা,

অতুলিত শিল্প যাঁর,
পুত্র-মুখ চমৎকার,
তোমার সৌন্দর্য্য, নদি, তাঁহারি সুষমা।

কুশল সাধন কত,
কর তুমি অবিরত,
তোমার করুণা-গুণে কৃতজ্ঞ সংসার,
কত আকুলিত প্রাণে,
তৃপ্ত কর কৃপাদানে,
ধৌত করি নয়নের উষ্ণ-অশ্রুধার;
আমার হৃদয় নদি,
দহিতেছে নিরবধি,
প্রচণ্ড-অনলে জ্ব'লে মরমে মরমে
দিবানিশি তাই আসি,
নিভাতে অনল-রাশি,
তোমার পবিত্র-জলে তোমারি আশ্রমে!

কত চিতা তব তীরে,
জ্বলে নিত্য ধীরে ধীরে,
হে তটিনি, স্রোতস্বিনি! আলোকি মেদিনী,
সিঞ্চিয়া শীতল-জল,
নির্ব্বাপিত সে সকল,

করগো, করুণাময়ি, তুমি একাকিনী,
কভু বসি তব তীরে,
কভু ডুবি তব নীরে,
নিভাইতে তাই এই হৃদয়-অনল,
খুঁজি খুঁজি হারাধন,
হই যেন উচাটন,
বিকট চীৎকারে করি ক্ষুব্ধ ধরাতল।

কিন্তু না জুড়ায় প্রাণ,
ফুরায় যাতনা-গান,
শুকায় নয়ন-নীর, ওহে দয়াবতি!
স্মৃতি-রাশি বারে বারে,
জ্বালাইয়া অভাগারে,
অবিরত দেয় কত অসংখ্য দুর্গতি।
অধম হেরিয়া যদি,
নাহি কর দয়া, নদি,
তবুও শুনিতে তব কুল্ কুল্ গান,
আসিয়া তোমার তীরে,
ভাসিবে নয়ন-নীরে,
যতদিন রবে ভবে অভাগার প্রাণ।

প্রান্তরে।

—o—

বহু দিন পরে আজি করিবারে দেখা,
ওহে সখে শ্যামল প্রান্তর!
পবিত্র আশ্রমে তব আসিয়াছি একা,
সঙ্গে ল'য়ে তাপিত অন্তর।

শৈশবের সঙ্গি-গণ সঙ্গে নাই কেহ,
—মদ-মত্ত শৈশব-জীবন,—
আকুলিত করিবনা অতুলিত দেহ,
শান্তিমাখা তব নিকেতন।

তুহিন গঠিত তব ফটিকের হার,
দলিবনা চরণের তলে,
নাহি আঘাতিয়া তব করিব বিকার,
দিশাহারা কিশলয়-দলে।

কালের করাল ছায়ে আবরিত কায়,
প্রাণে মাখা বিষাদ-কালিমা,
অবসাদে ঝরে আঁখি শতেক ধারায়
নাহি তার সীমা—পরিসীমা।

জুড়াইতে পার তুমি এ দাব-দহন,
—মুছাইতে এ খর-গরল,
শুকাইতে এই তপ্ত-গুপ্ত-প্রস্রবণ,
সাহারার এ সুপ্ত-অনল।

জ্ঞান হারা, ডাকি, তারা-শশী-দিবাকরে,
তটিনী-সরিৎ-সিন্ধু-সর,
আকাশ-বাতাস-তরু-মরু-গিরিবরে,
নিবারিতে এই নিরঝর।

কেহ নাহি শুনে মোর করুণ রোদন,
অভিমানে বিভোর বধির,—
জানাতে এসেছি তাই প্রাণের বেদন
রোদনের মাখি আঁখি নীর।

শৈশবের সখা তুমি নিরমল হিয়া,—
নিবারিতে শৈশব রোদন,
ভুলাও, প্রান্তর, আজি একান্তে রাখিয়া—
এ দুরন্ত নিশান্ত-স্বপন।

———

সুখ।

—o—

অতীত স্মৃতির কোণে,   সাবধানে সন্তর্পণে,
কে দেখায় সে সুখ-স্বপন ?
যেন সেই কাম্যবনে   শত শত আরাধনে,
কত গাথা করিছে শ্রবণ !
লালসা-বারিদ-রাশি   হরষে সকাশে আসি
স্নিগ্ধ-ধারে মুগ্ধ করে হিয়া,
ক্ষণিক এ সুখনিধি,—   দেখা'য়ে দয়াল বিধি,—
দুখ দেয় কিসের লাগিয়া ?

দুঃখ।

—o—

কোন্ পথে হিয়া মাঝে,
জ্বলেরে করাল-সাজে,
থরে থরে প্রদাহের প্রখর অনল ?
শত-গাথা আসে ছুটে,—
তাই প্রাণ কেঁপে উঠে,—
অবোধ শিশুর সম আঁখি ছল ছল।

সে গরল নিবারিতে,
নাহি শান্তি-সখা চিতে,
—প্রবোধ-পয়োধি-উৎস-সরসী-শীকর,
এই বৈতরিণী নদী,
অন্তরে নিহিত যদি,
কেন নাহি ঝরে অশ্রু বুকের ভিতর!

অশ্রু।

—o—

আঁখি ভরি থাক থাক-আঁখি-ভরা ধন,
—প্রবাসের হে অশ্রু-সুজন!
প্রথমে এ রঙ্গভূমে সঙ্গী ছিলে তুমি,
তাই তোমা চিনে অভাজন।

প্রবাহিতে অপ্রহত উছলি উছলি,
শতধারে হৃদি-সিংহাসনে;
দেখাইতে অবিরোধ সুখের স্বপন,
শৈশবের স্বর্ণ নিকেতনে।

হলাহল-বলে আজি বাতুলের প্রায়
আকুলিত ব্যাকুলিত প্রাণ,
এখনো ত, সখে, তুমি আত্মদান করি,
রাখিয়াছ সিংহাসনে স্থান।

অনিত্য এ পরবাসে শিশুর মতন,
কেঁদে কেঁদে ভাসাইয়া বুক,
ধূলা খেলা সাঙ্গ করি রঙ্গে ভেসে যাব,
সঙ্গে লয়ে জীবনের দুখ।

কুম্ভীপাক-নরকের নিপাত নিগ্রহ,
ধৌত হবে সৌধে থেকে তব;
তাই আছি তোমা চেয়ে হৃদয় পাতিয়া,
পাশরিয়া শত পরাভব।

সাধ।

—o—

সুখ নাই, শান্তি নাই, স্মৃতিটুকু আছে,
তোমাদের চাঁদ মুখ—
না হেরি বিদরে বুক,
তাই প্রাণে সাধ যেতে তোমাদের কাছে।

অচিন্ত্য অজ্ঞাত সে যে অনন্ত ভুবন,—
কেমনে সন্ধান পাব,
কার কাছে সুধাইব,
কোন্ বেশে সেই দেশে করিব গমন ?

সে পথ-সন্ধান অন্ধে কে দিবে বলিয়া,
যেই পথে পাখীগুলি,
আঁখিতে মাখিয়া ধূলি,
লুকাইলে ভরসার পিঞ্জর ছাড়িয়া।

মরি নাই, তাই আমি বেঁচে আছি প্রাণে,—
যখন যেখানে থাকি,
তোমাদের কাছে রাখি,
শুনি, যেন হাস গাও সুমধুর তানে।

সঙ্গে সঙ্গে ফির সেই ছায়ার মতন,
ডাকিলে উত্তর দাও,
তিরস্কারে চলে যাও,
আবার ফিরিয়া চাও—মলিন বদন।

পাঠের সময়ে সেই নাচিয়া নাচিয়া,
হরষে তরাসে এসে,

সকাশে সুধাও হেসে,
কত কথা অভাগার চৌদিকে ঘেরিয়া।

তোমরা গিয়াছ করি ভুবন আঁধার,
কিন্তু সেই দৃশ্যগুলি,
—আবদার আধবুলি,
প্রস্তরে অঙ্কিত আছে অন্তরে আমার।

ভুলিবার তরে করি যত্ন অনিবার,
সৃষ্টির সুষমা-রাশি,
আঁখিতে বেড়ায় ভাসি,
নদ-নদী-তরু-মরু-গিরি-পারাবার।

কত বন—উপবন—সাগরের বেলা,
নক্ষত্র-শশাঙ্ক রবি,
ঊষার নিশার ছবি,
অবিরত করে কত আনন্দের খেলা।

নীল-অভ্র-গলে শুভ্রবলাকা-ভূষণ,
প্রভাতের তৃণ-দলে,
শিশিরে মিহির জ্বলে,
অনন্ত সৌন্দর্য্য মাখে সায়াহ্ন গগন ;

বিমল কৌমুদী-নিশা নেহারি নয়নে,
চকোর-চকোরী কত,
নৃত্য করে অবিরত,
শরত-জ্যোৎস্নাময়ী রজত-আসনে ;

চাঁদের কিরণতলে কিশোর কূর্দ্দন,
ললনা-লাবণ্য-সরে,
বদন-পঙ্কজ ঝরে,
—সংসারের শত-শশী রাতুল রতন ;

নিদাঘের মৃদু-মন্দ সান্ধ্য-সমীরণে,
বাসন্তী লতার হাসি,
নদীর তরঙ্গ-রাশি,
বক্র-তনু শক্র-ধনু অঙ্কিত গগনে ;

প্রাবৃটের জলদের ঘন বরিষণ,
বিজলী-জড়িত ঘন,
মঞ্জুরিত কুঞ্জবন,
বিপিনে বিথারী-পুচ্ছ শিখীর নর্ত্তন ;

শরতের হাসিমাখা শশী নিরুপম,
বিকাশি আকাশ তলে,

লুকায়ে' জলদ-দলে,
পুলকে পলকে কত ঘটায় বিভ্রম ;

হেমন্তে প্রান্তর-ভরা শস্যের সম্ভার,
কৃষকের অংস-পরে,
কোটী কোহিনূর ঝরে,
মেদুর-সমীর ভরে দুলি বার বার ;

শীতের তুষার ময় উষার আঁধার,
ছেদিয়া তরুণ-রবি,
বিকাশি আকাশ ছবি,
পরায় ধরায় মুক্তা-রজতের হার ;

সুখময় ঋতুরাজ বসন্ত যখন,
ধরিয়া বালকবেশ,
হাসিয়া হাসায় দেশ,
জাগায় হিয়ায় শত সুখের স্বপন ;

অবিরত হেরি, তবু স্মৃতির দংশন,
নিবারিত নাহি হয়,
ফেটে যায় এ হৃদয়
প্রাণের ভিতর হয় সাগর মন্থন।

তোমরা সংসার ছাড়ি করেছ গমন,
আমিও দুদিন পরে,
যাব তোমাদের ঘরে,
দিনান্তে অবশ্য বিশ্ব আঁধারে মগন।

পাপিয়া।

কেনরে পাপিয়া, বিজনে থাকিয়া,
থাকিয়া থাকিয়া তুলিছ তান ?
কিসের লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
হৃদয় ভাঙ্গিয়া গাহিছ গান ?

থাকিয়া থাকিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া,
কিসের লাগিয়া ভ্রমিছ তুমি ?
কিসের লাগিয়া, লুঠিয়া লুঠিয়া,
করিছ ধ্বনিত কানন-ভূমি ?

ওরে বিহঙ্গম, কিসের কারণ,
বদনে তোমার বিষাদ ধারা,

কি দারুণ দুখে, পাশরিয়া সুখে,
হয়েছ হে অত পাগল পারা ?
আমি জানি, পাখি, তুমি সুখে থাকি,
বেড়াও অনন্ত আকাশ দেশ,
শশাঙ্ক-তপন— তারকা, গগন—
চুমিয়া চুমিয়া যেখানে শেষ।

পত্র-পুষ্প-ফল সুশীতল জল
রয়েছে প্রচুর তোমার তরে,
নাহি অধীনতা —জগতের ব্যগ্রা—
স্বাধীন পতাকা তোমার করে।

লোকের গঞ্জনা, রোগের লাঞ্ছনা,
শোকের বঞ্চনা নাহিক মনে,
নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
পারহ ভ্রমিতে প্রকৃতি সনে।

তবে রে পাপিয়া, কিসের লাগিয়া,
আকুল তোমার কোমল প্রাণ ?
বিরলে বসিয়া, দহিয়া দহিয়া,
কেন গাও হেন বিষাদ গান ?

কেন কেন তুমি, কাঁপাইয়া ভূমি,
কাঁপায়ে অনন্ত দিবস নিশি,
পবিত্র-হৃদয় করি বিষ-ময়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাসাও দিশি ?

বুঝিয়াছি পাখি ; অলক্ষিতে থাকি,
প্রাণভরি ধরি বিষাদ তান,
দিগন্ত ব্যাপিয়া, করুণা করিয়া,
গাহিছ আমার দুখের গান।

ধন্য বিহঙ্গম, ধন্য তব মন,
মরিরে লইয়া গুণের বালাই ;
পরের লাগিয়া, ফাটে যার হিয়া,
ধরায় তাহার তুলনা নাই।

বড় দুখী আমি, হে আকাশ গামি !
তাই ভেবে তুমি হতেছ সারা,
—করি কণ্ঠ-ধ্বনি ভাসায়ে অবনী—
ভ্রমিছ হে হয়ে আপন হারা !

ধর তবে তান, —করুণার গান—
ছড়াও কাতর কণ্ঠের ধ্বনি,
বিষের দহন হোক্ নিবারণ
লাভ যায় শান্তি অমল মণি !

হে বিহগবর !   ছাড় কণ্ঠ-স্বর,
    শুনিছে তোমার বাঁশীর গান ;—
যে সুরে ধরিলে,   যে স্বরে গাহিলে,
    জুড়ায় তাপিত নিমিত * প্রাণ।

অধীর করিয়া,   আঁধারে ফেলিয়া,
    গিয়াছে কামনা ভরসা হায়,
তবে রে পাপিয়া,   কেন আর হিয়া
    রহিয়া রহিয়া দহিয়া যায় !

কিছু নাই পাখি !   শুধু আছে বাকি
    নিভিতে হিয়ার চিতার ধূম,
সকলি ফুরাল,   সকলি হারাল,
    স্মৃতির কেবল হলনা ঘুম।

* নিমিত উৎক্ষিপ্ত।

সহকার মূলে!

—ঃ০ঃ—

অবসাদ-হিমে ঢাকা পাতাগুলি আছে,
দেখে বড় ব্যথা পাই, তাই আসি কাছে।
ভ্রমরের, প্রাণ-ভরা গুন্-গুন্-স্বর,
তোমার আশ্রমে আর নাহি তরু-বর!
হৃদয়ের ধন তব বাসন্তী-বল্লরী,
সেও গেছে ওহে তরু তোমা পরিহরি।
ক্ষুধা হরা সুধা-ধারা ফল সুরসাল
একটীও নাহি আর তোমার রসাল।
অসময় হেরি এবে কেহ নাহি আসে,
তোষামোদে তুষিবারে তোমার সকাশে।
তোমার যে দশা হায় হয়েছে এখন,
তরুবর! অভাগাও তোমারি মতন!
ফুল-ফল শূন্য প্রায় নাহি সে মাধবী,
বিধ্বস্ত সমস্ত এই আকীর্ণ-অটবী;
কেহ না তুষিতে হায় আসেগো আমায়,
স্বার্থবিনা ওরে তরু কে আছে ধরায়!
কিন্তু তুমি পাবে পুনঃ সাদর সম্মান,
শুনিবে সুন্দর শত বিহঙ্গম গান।

ফুল ফলে সুশোভিত হইবে আবার,
আদরের ধন পুনঃ হইবে সবার।
আমার যে রত্ন-রাশি গিয়াছে হারায়ে,
তরুবর কভু আর পাব কি ফিরায়ে ?
তাই আমি আসিয়াছি সুধাবার তরে
কি হলে ফিরিয়া আসে হারাধন ঘরে ;
প্রাণ দিলে কোথা গেলে হারাধন পাই,
জান যদি বল তরু তার কাছে যাই !

অন্ধ আমি।

—:০:—

ডাকিব নিয়ত আশা, না পাই ভাবিয়া ভাষা,
তাই নারি ডাকিবারে তাঁয়,
আমি ভালবাসি তাঁরে, কি আলোকে কি আঁধারে,
ভাবে কিম্বা ভুলে সে আমায়।

চিন্তা করি অনিবার, ব্রহ্মাণ্ড-অক্ষরে যাঁর
স্বাক্ষরিত সুধামাখা নাম,
না পাই দেখিতে কাছে, কি জানি কোথায় আছে,
অজানা সে অতুলিত ধাম।

এ শিল্প রচিত যাঁর, কে করে সন্ধান তাঁর,
কিবা রূপ কেমন গঠন,
কেমন সে মুখখানি —মধুর শ্রীমুখ বাণী,—
প্রবঞ্চিত যায় অকিঞ্চন।

হেরি কত মনলোভা ভবের বিভব শোভা
মনে ভাবি তাঁহার বরণ,
বিমল জ্যোৎস্না-রাশি মনে করি তাঁর হাসি,
এ সংসার তাঁহারি স্বপন।

উষার তুহিন, তাঁর আনন্দের অশ্রু-ধার,
ঝিল্লী-রব তাঁহারি ঝঙ্কার,
অনন্ত তাঁহার ছবি, তাঁরি আঁকা শশী-রবি,
সমীরণ তাঁহারি হুঙ্কার।

অবিরাম-অন্ধকার গম্ভীর-মূরতি তাঁর,
সিন্ধু-সর পিযূষের ধার,
এ পঞ্চ-প্রপঞ্চ-মেলা তাঁহারি পুতুল খেলা,
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার, তাঁহার।

নিয়ত হিয়ার মাঝে তাঁহারি বাজনা বাজে,
তবু নারি হেরিতে তাঁহায়;
এই খেদে কাঁদে প্রাণ হেন অন্ধ—অবসান
কে করিল হায় অভাগায়

শ্মশান দর্শনে।

—o—

আমার রতনগুলি কোথায় রেখেছ তুলি,
রে শ্মশান সুধাইগো তাই,
তাহারা তোমার কাছে কত বা যতনে আছে,
একবার চোখে দেখে যাই।

তাহাদের সখা তুমি, —পিতা, মাতা, মাতৃ-ভূমি,-
তোমা বই কেহ নাহি আর ;—
তাই হে তোমার বাসে যতনে রহিবে আশে
সাজায়েছে চাঁদের বাজার।

কি খেলা খেলিছে তারা, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যারা
অভাগায় এসেছে ফেলিয়া,
ফিরেত পাব না আর তবু ও একটী বার
রেখে যাই বদন চুমিয়া।

সুখের স্বপন কত দেখাইয়া অবিরত
অমরতা আনিত ধরায়,
ব'সে থেকে অঙ্ক'পরে সঙ্গে ফিরে রঙ্গ-ভরে,
কত সুধা ছড়াইত হায়।

বাড়াইয়া ক্ষুদ্র কর, ধরিবারে শশধর,
ঢেলে দিত আপন পরাণ,

পোহাইলে বিভাবরী পড়িবার বোল ধরি,
পরাজিত শ্যামার সুতান।

কুসুমের রূপ-রাশি দামিনীর অট্ট-হাসি
রবি-শশী তারকার হার,
লয়েছে তোঁমার পাশ শূন্য করি মোর বাস,
ছিন্ন করি হৃদয় আমার।

জ্বলিতেছে অবিরল, তৃষানল অবিচল,
নিভিবেনা এ জীবনে আর,
পেয়ে পুনঃ হারাধন করিব না দরশন
স্বপ্ন-সম, সোণার সংসার।

প্রাণের পুতুলগুলি অভাগায় ফেলি ভুলি,
নিবসিছে তব নিকেতনে,
নিদ্রার কোমল বুকে অতীত গাথার মুখে
কতশুনি নিশার স্বপনে ;—

জাগিলে কাঁদি গো হায়, আঁখিনীরে ভেসে যায়,
অভাগার শয্যা—উপাধান,
কি যেন হইয়া যাই, না পারি বুঝিতে, তাই
মহাশূন্যে উড়ে যায় প্রাণ।

তাই হে তোমার পাশে   যাতনা জুড়াব আশে
        ছুটে আসি লভিতে চরণ,
কর দয়া দয়াময়,   যদি নিবারিত হয়
        নিদারুণ এ দাব-দহন।

সেই ভবে ভাগ্যবান্,   তুমি যায় দাও স্থান,
        কর হায় হৃদয়ে ধারণ।
পরের সুখের তরে   বুকেতে অনল ধরে,
        তোমা বিনা আর কয়জন।

পাপী কিম্বা পুণ্যবান্   দরিদ্র কি ধনবান্
        বিদূরে বালিশে সমজ্ঞান ;
কিশোর-যুবক-জরা,   কুৎসিত লাবণ্য-ভরা,
        তব চখে সকলি সমান।

নাহি ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ,   নাহি কুটিলতা লেশ
        বিলাপ উচ্ছ্বাস সমুদয়,
নাহি মাত্র অশ্রু-কণা   —সংসারের বিড়ম্বনা,—
        তব ক্রোড় তাই শান্তিময়।

তব অঙ্ক পায় যারা   নাহি আর ফিরে তারা
        পরিহরি এ সুখের স্থান,
তাহারা যেখানে আছে,   থাকিতে তাদের কাছে
        তাই কাঁদে অভাগার প্রাণ।

ফিরিয়া যাইতে ঘরে প্রাণ আর নাহি সরে,
থর থর কাঁপেগো হৃদয়,
ছিলাম যাদের আশে, তারা হে তোমার পাশে,
অধমেও দাও পদাশ্রয়।

কি বিধান ?

মানবের অদৃষ্টের ইতিবৃত্ত খানি,
—বিচিত্র ঘটনা ময়— কহ প্রভু দয়াময়
অঙ্কিত করগো তুমি কোথা হ'তে আনি !

সংসার, সলিল-রেখা ক্ষণেকের তরে ;
নানা কথা লিখে হায় বিধ্বস্ত করিতে তায়
কেন অত জাগে স্বতঃ তোমার অন্তরে ?

ছিল নাত কভু নাথ ওত প্রয়োজন,
সঙ্গে রাখি ভাগ্যরাণী সে ঘৃণিত চিত্রখানি
পরীক্ষিতে অলক্ষিতে করি অন্বেষণ।

দিবা-নিশি-পল-দণ্ড মুহূর্ত্তেক ধরি,
সম্পদ-বিপদ-রাশি, সন্তাপ-বিস্ময়-হাসি,
সজ্জিত করিতে ভালে তিল তিল করি।

কর তুমি কৃপাময় তাহে দুঃখ নাই!
কিন্তু হে করুণাসিন্ধু, আঁধার আকাশ-ইন্দু,
কৃতাঞ্জলি-করে আমি তোমায় সুধাই ;—

এ বিধান কেন তুমি করিলে নিধান,
কেহ স্বর্ণ-সিংহাসনে কেহ পর্ণ-নিকেতনে
দেখে ধরা আঁধারের পাথার সমান।

তুমি ত করেছ সব ওহে ইচ্ছাময়!
ইচ্ছা যদি হ'ত তব সৃজিতে পারিতে ভব
দুঃখ-তম বিরহিত শান্তির নিলয়!

রোগ-শোক আদি নাহি থাকিত ভুবনে,
অভাব-বাড়ব-রাশি যদি না পশিত আসি,
কে বলিত ব্যভিচার তোমার সৃজনে!

যাঁহার নিদেশে নিত্য ঘুরিছে সংসার,
অগণন-গ্রহগণ বিচরিছে অনুক্ষণ
অসাধ্য বা অসম্ভব কিবা ছিল তাঁর!

যাঁহার আজ্ঞায়, বিজ্ঞ, পঞ্চ ভূতগণ
আনত মস্তকে বয়, সৃজন-পালন-লয়,
ছিল না কি সাধ্য তাঁর সে সব সাধন?

কর নাই তাহা তুমি আপন ভুলিয়া ;
কি ভাবনা বিধি তাঁর, যাতনার অস্ত্রে যাঁর
কোন কালে যায় নাই হৃদি বিদরিয়া।

বিষয়-বিপিনে যায়, দুঃখ-দাবানলে
করে নাই পরশন, দরশন, আলিঙ্গন,
জ্বলে নাই প্রাণ যার তীব্র হলাহলে ;

সে কেন বুঝিবে পর-দুঃখ দুনিবার,
হৃৎ-পিণ্ড ছিন্ন করি, যাহার হৃদয় তরী—
করে নাই নিমগন কাল দুরাচার,

প্রচণ্ড খাণ্ডব-দাহে দহেনি যে জন,
শ্মশানের পাশে পাশে আকাশ-কুসুম আশে
বালকের মত অত করেনি রোদন,

বিঁধে নাই হৃদে যার শত প্রহরণ,
ভীষ্ম-শর-শয্যাপাতি, নাহি যে পোহায় রাতি,
সে কেমনে বুঝিবেক পরের বেদন !

নিষ্ফল বাসনা।

—o—

প্রভো!

কেন না করিলে মোরে জ্যোৎস্নার আলো?
সাজিয়া মোহন বেশে
ভ্রমিতাম হেসে হেসে
বিনাশিয়া হৃদয়ের বিষাদের কালো।

কেন না করিলে মোরে সায়াহ্ন গগন?
হেরিয়া ভবের মেলা
খেলিতাম কত খেলা
নূতন নূতন শোভা করিয়া ধারণ।

কেন না করিলে মোরে নব জলধর?
গভীর গর্জ্জন করি
অশ্রু ঢালি প্রাণ ভরি
করিতাম সুশীতল বিশ্ব-চরাচর।

কেননা করিলে মোরে শ্যামল প্রান্তর?
ঊর্ণনাভ সূত্রে ঢালা
শত শত মুক্তা মালা
বুকে করি হাসিতাম সুখে ধরা' পর।

কেন না করিলে মোরে পাখীর কূজন ?
ভ্রমর-ঝিল্লীর সহ
ঝঙ্কারিয়া অহ-রহ
ভ্রমিতাম নৃত্য করি বন-উপবন।

কেন না করিলে মোরে শিশুর বদন ?
সন্তান-সমান জ্ঞানে
স্থান দিয়া প্রাণে প্রাণে
সবায় করিত কত সাদর চুম্বন।

কেন না করিলে মোরে বীণার ঝঙ্কার ?
হৃদয়ে হৃদয়ে যেয়ে
মধুর সঙ্গীত গেয়ে
নামাইতে পারিতাম হৃদয়ের ভার।

কেন না করিলে মোরে বিকসিত ফুল ?
বালক বনিতা যত
আনন্দিত চিতে কত
সৌরভ মাখিয়া হ'ত গৌরবে আকুল।

কেননা করিলে মোরে বিরহের গান ?
রহিয়া রহিয়া মোরে
সবায় রাখিত ধ'রে
সবায় হইত সুখে আকুল-পরাণ।

করিতে যত্তপী ক্ষুদ্র তরঙ্গের হার,
কত হরষিত মনে
মেদুর সমীর সনে
রঙ্গ-ভরে করিতাম ব্যঙ্গ অনিবার।

কোন সাধ মিটিল না হায়রে আমার,
নিষ্ফল বাসনা রাশি
শোকের সাগরে ভাসি,
দহিছে বাড়বা-নলে হৃদি-পারাবার।

তবু যেন ভাসে প্রাণ—আকুল আশায়,—
সাগরের কুলে আসি
কাঁদিলে রতন-রাশি—
কোন্ কালে রত্নাকর দিয়াছে কাহায়?

হাহাকার।

—•—

প্রবাসের হাহাকার ধরেনা ক প্রাণে আর,
না জানি কোথায় এর শেষ,
যখন যেখানে যাই, হাহাকার বিনা নাই,
হাহাকারে ভরা যেন দেশ।

এসে এই ধরাতলে, হাহাকারে জ্ব'লে জ্ব'লে,
আকুল করেছে মোর হিয়া,
এবে আমি নিরুপায় আধার না দেখি হায়
এ আঁধার রাখি লুকাইয়া।

জননী-জঠর ছুটে প্রবাসের পথে উঠে
প্রবাহিছে যেই হাহাকার,
সেই সুরে সেই তানে, —সেই নিদারুণ গানে—
ভাঙ্গিয়াছে হৃদয় আমার।

সুকুমার মাতৃকোল —মায়ের মধুর বোল—
নাহি পেয়ে ঘোর হাহাকার,
সানন্দে হিন্দোলে উঠে হাহাকারে লুঠে লুঠে
মাগিতাম দোল বার বার ;

খেলনা সামগ্রী যত হ'ত না কবল গত
—উছলিত হাহাকার ধার।
বিহঙ্গম সঙ্গে মেলে খেলিতে নিকটে গেলে
উড়ে যেত রাখি হাহাকার।

শৈশবের সঙ্গী সহ হ'ত কত অহ-রহ
অভিনয় বিরোধ রোদন,
উদ্ধত অবাধ্য তরে শিক্ষকের রুক্ষস্বরে,
হাহাকার করাত সৃজন।

সেই ক্ষুদ্র হাহাকার সাঙ্গ হলে অভাগার,
অভিনয় নব হাহাকার,
সংসার-নিগড় পরি অভাবের গান করি
ঘুরিলাম নিখিল সংসার।

সেই হাহাকার গান ধরিয়া কঠোর তান
অবিরাম দহি দহি হিয়া,
অতৃপ্ত লালসা কত দৃপ্ত হয়ে অবিরত
সুপ্ত প্রাণ দিল জাগাইয়া।

চাঁদের বিমল ছবি ভাবিয়া উষার রবি
চমকিত প্রাণ হাহাকারে,
কাল-চোর দুরাচার হরিয়া সে রত্নহার
নিক্ষেপিল দুঃখের পাথারে।

সব হাহাকার ময় বিরাম নাহিক হয়
দিন নাই ক্ষণ নাই তার;
স্নেহের পুতুলগুলি আঁখিতে মাখিয়া ধূলি
ফাঁকি দিল রাখি হাহাকার।

বিধির বিধান বলে ডুবিল অতল জলে
ভাগ্যফলে বিপুল বিভব,

হারায়ে গৌরব রাশি, অকুল সাগরে ভাসি,
পরবাসী ল'য়ে পরাভব।
এই হাহাকার ময় সৃজন-পালন-লয়,
কোন্ জন ধরায় আনিল;
দুর্লভ সুধার তরে, সাগর সিঞ্চন ক'রে,
গঞ্জনার গরল উঠিল।
এ দারুণ হাহাকার, থামিবেনা অভাগার,
ধূলা খেলা বিনা অবসান,
এখন কোথায় থাকি, হাহাকার কোথা রাখি,
প্রাণে আর নাহি যে গো স্থান!

কেন?

তোমার চরণ-চেয়ে করি আরাধনা,
অভিযোগ করি কত নাথ!
আনত, জানাই শত মনের বেদনা,
অবিরত সহি অস্ত্রাঘাত।

---

* পরাভব—তিরস্কার।

জ্ব'লে যায় হিয়া যবে তীব্র দাবানলে,
ডাকি তোমা নিভাবার তরে,
দুঃখের তাড়নে ভাসি প্লাবনের জলে,—
অভিভূত হই ক্ষোভ ভরে।

নিয়ত গাহি গো চাহি আকাশের প্যানে,
তব-নাম কান্নার ভাষায়,
একটী সঙ্গীত কিহে নাহি লও কাণে,
নাহি পড়ে মনে অভাগায় ?

পার সব ওহে ধব যদি ইচ্ছা হয়,
কটাক্ষেতে তুমি জীব দলে ,
সন্তরে সন্তান তবে কেন কৃপাময়
প্রদাহের প্রখর অনলে ?

বুক ভাসাইতে কেন দিলে দরশন,
—পরশন, পোহাতে অনল,
—নিরমিলে হিয়া, দিয়া শত প্রহরণ,
বধিরিতে শ্রবণ যুগল ?

কাহার লাগিয়া নাথ কে কাঁদিত হায়,
না বাঁধিলে মমতা-বন্ধনে,
কে ছুটিত সাহারার মৃগ তৃষিকায়
নাহি দিলে তিয়াষ জীবনে ?

আয় আয়।

—:০:—

যে যাতনা ভোগ করি,   তোদের হৃদয়ে ধরি,
সহিয়াছি প্রাণময় দুরন্ত তুফান,
—সংসার জ্বালায় জ্ব'লে,   ভাসিয়া নয়ন জলে—
স্মরিতে সে ইতিহাস ত্রাসে কাঁপে প্রাণ।
সহিয়াছি বিনিপাত,   নিদাঘ-বরষা-বাত,
করিতে তোদের যত অভাব মোচন,
—কিশোরের ধূলাখেলা,   কুমারে পাঠের বেলা,—
বুক পেতে দিন রেতে কত নিপীড়ন।
রুগ্ন হেরি অঙ্কে রাখি,   বিষাদ-কালিমা মাখি,
কত ভয় কত চিন্তা সহি অবিরল,
তোদের সুখের লাগি,   হইয়া সর্ব্বস্বত্যাগী,
অনশনে মুছিয়াছি শত অশ্রুদল।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি,   প্রাণের খঞ্জন পাখি,
মধুর গুঞ্জন শুনে করেছি চুম্বন,
তোদের ভাবনা ভেবে,   পাশরিয়া ইষ্টদেবে,
হৃষ্ট মনে সহিয়াছি দুষ্টের দলন।
তোদের বিষাদ-মুখ   হেরিয়া ফাটিত বুক,
যাতনার ধূমে প্রাণ হ'ত অন্ধকার,

হাস্য-মাখা আস্যগুলি, আবদার আধবুলি,
নিয়ত নামায়ে দিত হৃদয়ের ভার।
অভাব-আঁধার রাশি, পরতে পরতে আসি,
সৃজিত সংসারময় বিভীষিকা কত,
তোদের উৎসঙ্গে করি, বদন-চন্দ্রমা ধরি,
ভাবিতাম ভবিষ্যত গৌরবের কত।
দূরন্ত ব্যাধির বেশে, যখন যাতনা এসে,
ক্ষিপ্রগতি জ্বেলে দিত তীব্রহুতাশন,
তোদের সকাশে হেরে, সকলি যেতরে সেরে,
করিলে কোমল করে অঙ্গ পরশন।
ওরে হৃদয়ের ধন, কহ শুনি কি কারণ,
অত স্নেহ-অনুরাগে বৈরাগ্য মাখিয়া,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড কোলে, কোথায় ঘুমায়ে প'লে,
সকল বন্ধন ছিঁড়ে,—সংসার ছাড়িয়া!
গিয়াছ অজানা দেশে, ভ্রমিতেছ খেলে হেসে,
অনন্ত শান্তির রাজ্য করি দরশন,
কিন্তু কোন্ অভিমানে, বিমুখ বারতা দানে,
যতনের—আদরের—বুকভরা ধন!
আমি যে আপন হারা, মুছিতে মুছিতে ধারা,
অকূল-সাগর হেরি নিখিল-ভুবন!

কোন্ ডাকে পত্র দিলে, তোদের সকাশ মিলে,
কোন্ দেশ প্রাণাধিক তোদের এখন !
তোদের সামগ্রী যত, থরে থরে সুসজ্জিত,
নেহারি নয়নে নিত্য মৃত্যু উঠে মনে,
লেখনী, পুস্তক, ঘড়ী, পাদুকা, বসন, ছড়ি,
বিষাদ মাখিয়া হায় রয়েছে বদনে।
আয় তোরা ফিরে আয়, খেলুক প্রশান্ত বায়,
ভাতুক হৃদয়ে তারা, কোহিনুর হার,
বাজুক মোহন বাঁশী, ভাসুক সুষমা রাশি,
হাসুক আবার বিশ্ব নাশুক আঁধার।

হা ধিক !

এত কাল পরে, ঘুমের আবিল,
ভাঙ্গিল কি তোর অবোধ মন ?
সুখেতে সেবিতে বাসনা অনিল,
মোহের নেশায় ছিলি মগন !

শিয়রে বসিয়া শত শত বার
টেনেছি অসংখ্য শৃঙ্খল বলে,

কত বিভীষিকা—দুঃখ যাতনার,
দেখায়েছি, তুই জাগিবি ব'লে।

সোণার নিগড় করি দরশন,
যতনে চরণে পরিলি তায়;
ভেবেছিলি মনে বন্ধন-যাতনা
ঘুমালে জীবের জুড়ায়ে যায়।

তোর লাগি কত সুখের বিভব
রেখেছিনু হায় হৃদয় ভ'রে,
তুলে দিলে হাতে ফেলে দিলি সব,
তুচ্ছ-অঙ্গরাগ লাভের তরে।

পলকে পলকে মেলিয়া নয়ন,
অভিভূত পুনঃ হইলি শেষ;—
দেখিয়া অলীক সুখের স্বপন,
ভাবিলি নরকে স্বরগ দেশ।

মোহের মদিরা করিয়া চুম্বন,
লোভের লালসা মিটাতে কত,
কভু হাসি গান কভুবা রোদন,
নীরব কভুবা মূকের মত।

শুনেছিরে হায় অলক্ষ্যে থাকিয়া,
কটাক্ষে সে সব ঘুমের ভাষা,
বাসনা-কুরসে রসনা সঁপিয়া,
যত যা করিলি মিটাতে আশা।

পামরের বেশে করিয়া চরণ,
আনিলি কুড়ায়ে কলুষ যত,
কুলিশ আঘাত—ভুলিয়া মরণ,—
নীচের দাসত্বে সহিলি কত।

চপলা চমক, আলেয়ার বাতি,
ভেবেছিলি মনে হীরার হার,
অনলে ভাবিয়া পরশের ভাতি,
হরষে খুলিলি কুটীর দ্বার।

তীর-তরু-রাজি অনিত্য ভাবিয়া,
লভিলি বিরাম জলদ তলে,
তুহিন-কণিকা চকিতে হেরিয়া,
খোয়ালি মুকুট অতল জলে।

সারাদিন থেকে মোহেতে মগন,
খেলিলি কত কি শিশুর খেলা,
কি হবে এখন পশুর অধম!
হা ধিক, ছুটিয়া, সাঁজের বেলা!

আঁধার।

—o—

অয়ি বিভাবরি!　　　পোহাওনা আর,
কাতরে এ দীন মাগে,
পোহাইলে তুমি,　　　হাসিবে জগত,
উষার রক্তিম-রাগে।
জাগিয়া উঠিবে,　　　ভূচর খেচর,
ধরিয়া বিভুর গান,
শুনিলে, আমার　　　বাজিবে বিষম,
শিহরিবে ক্ষীণ প্রাণ।
তুমি তেয়াগিলে,　　　ছুটিবে সংসার,
দুর্ব্বার আপন কাজে,
আশা-ফুল-ফল　　　হাসিবে, নাচিবে,
হিয়ার অটবী-মাঝে।
অঙ্কে ল'য়ে শিশু,　　　শুনিবে জননী,
বিভুর বাঁশীর গান,
উচ্চরবে যত　　　কিশোর যুবক
ধরিবে সুখের তান!
প্রভাত-আকাশ,　　　প্রভাত-বাতাস,
প্রভাতের দিনমণি,

হেরিলে, আমায় করিবে দংশন,
অতীতের কাল-ফণী।
রাখ রাখ তুমি, তিমিরে লুকায়ে,
বিলোল আলোক-ছবি,
না পাই দেখিতে, শিশির শীকর—
—নিকরে সহস্র রবি!
অধরে অধরে মধুর মাধুরী—
হেরিলে উঠিবে দুখ,
শিরে শিরে যত, চাঁচর-চিকুর,
দহনে দহিবে বুক।
যেওনা যামিনি, থাক থাক থাক,
আঁধারে সংসার ঘেরে,
বিষের দহন, হোক্ নিবারণ,
বিজনে তোমায় হেরে;
জীবনের সখা! দেখা যদি দিলে;
—নীরব নিস্তব্ধ প্রাণ,—
জুড়াক্ হিয়ার চিতার অনল,
শুনি সে নীরব গান।
পরাণ সঁপিয়া, রাখিনু যতনে,
রতন হৃদয় ভরি,
নিদয় হইয়া, বিদায় লইল,

পলক ফিরাতে মরি!
নাহি যার প্রাণে, পুলকের ভাতি,
কি কাজ আলোকে তার,
আজীবন সেই, থাকুক আঁধারে,
জীবন আঁধার যার।
থাক থাক তুমি, থাক অবিষাদে,
অনন্ত আঁধার রাশি!
চকিত-তড়িত— —জড়িত-গলিত-
-নীরদ-তরঙ্গে ভাসি।
থাকুক উরসে, ঝিল্লীর ঝঙ্কার,
—সুদূর বীণার তান,—
—অনিল কম্পন, জলের কল্লোল,—
একটী পাখীর গান।
স্বরগের শোভা, ছায়া পথে আসি'
ঢালুক সুধার ধার,
স্রষ্টার করুণ, করুক প্রচার,
নক্ষত্র অক্ষর তাঁর।
পশিলে আলোক, সবায় লুকাবে,
শত গাথা জাগাইয়া,
যেওনা যেওনা, হে সুখ যামিনি,
হিয়ায় আঘাত দিয়া!

আলোক।

—ঃ০ঃ—

হেম-হার পরি গলে ঊষা সীমন্তিনী,
মৃদু-মন্দ হাসি গালে, পুরব-গগন-ভালে,
গরবে আসিল, নাশি সুখের যামিনী।

শুনিলনা অভাগার কাতর বচন,
হেরিয়া মুরতি তার, হরি নিল অন্ধকার
খদ্যোৎ, প্রদ্যোৎ, তারা, শশাঙ্ক ভূষণ।

ভেঙ্গে গেল চপলার চঞ্চল চমক,
—আলেয়ার ধূলাখেলা চাঁদের আলোক মেলা—
অনন্তে কৌমুদী মাখা হাসির ঠমক।

পুলকে পুরিল পুনঃ বিশ্ব নিকেতন,
সেবিয়া শীতল বায়, বিটপে বিহগ গায়,
ছুটিল সংসারে শত সুখ প্রস্রবণ।

বিকচ-কুসুম-রেণু ছাইল ধরায়,
কৃষক, বৃষভ সাথে ক্ষিপ্র-পদে বপ্র-পথে,
স্থবির, গভীর-রবে বিভু-গুণ গায়।

ধাইল অঙ্গনা-কুল অঙ্গিনা মাঝারে,
শিশু, রত অধ্যয়নে, অলি, মধু আহরণে,
সবায় আকুল-প্রাণ গুরু-কার্য্য-ভারে।

অকুল আনন্দে হাসে বিপুল-সংসার,
ঊষার, অতুল শোভা— —জগতের মনোলোভা,—
কিন্তু প্রাণ কাঁদে কেন হেরি অভাগার ?

যেন শত শেল হানে পেষণে পেষণে,
দারুণ যাতনা-স্রোত সুখ-শান্তি গতিরোধ,
করে হায় দুর্নিবার ঝটিকা-তাড়নে।

তরঙ্গিত যেন এই হৃদি-পারাবার ;
উথলি দুখের ধারা, হয়ে শ্রান্ত—শান্তি হারা,
অবিশ্রান্ত চায় সেই অনন্ত আঁধার।

ছিল যেই চিত্ত, নিত্য ঊষার কাঙ্গাল,
বিহগ-কাকলি-গান মোহিত যাহার প্রাণ,
বিতরিয়া সুধাময় শান্তি চিরকাল ;

নিরানন্দ আজি সেই চিরানন্দ ধাম,
কাননে কুসুম-রাশি, ঊষার বিপুল হাসি,
দহেরে হিয়ায় যেন বিষের সমান।

সে উষা কেমনে হায় এ জীবনে আর
ছড়ায়ে মোহন ভাতি, শুকাইয়া অশ্রু পাঁতি,
ঘুচাইবে আভাগার বিষাদ-আঁধার !

যে আকাশে সমুদিত দুঃখের তপন,
মুকুতা-দীনার*শোভা দেখাইয়া মনোলোভা,
কেমনে আনিবে তায় সুখ-প্রস্রবণ !

বিহঙ্গম-সমাকুল পাদপের প্রায়
ছিল যেই গৃহকুঞ্জ, আজি সে আবাস পুঞ্জ,
উর্ণনাভ-মুষিকের নিবাস-নিলয়।

সুবিশাল মসনদ জড়িত আঁধারে,
হাস্যমাখা বিশ্ব-সম নাহি আর নিরুপম ;
তাই তোমা হেরি হায় ভাসি অশ্রুধারে।

তাই গো চাহিনা তোমা ধ্বান্ত বিনাশিনি,
তোমার আলোক-তাপে, হৃদয়ে পাষাণ চাপে,
অবিচ্ছিন্ন মাগি তাই থাকিতে যামিনী।

---

*দীনার—স্বর্ণ মুদ্রা।

তুমি কে ?

—o—

কে তুমি গো ভেসে ভেসে নয়নের জলে,
ধিক্কার করহে শুধু চীৎকারের বলে!
এসেছ প্রফুল্ল চিতে,
অসংখ্য পরীক্ষা দিতে,
পেয়েছ দেখিতে কত শত সুখ-পথ,
পূরিত যাহায় তব যত মনোরথ।
সরল-তরল-মন,
সুখ শান্তি অতুলন,
কল্পনা-বিবেক-বুদ্ধি এনেছ বাঁধিয়া,
একে একে সব তুমি দিলে খোয়াইয়া।

কে তোমায় ল'য়ে গেল কণ্টকিত বনে,
ভুলিলে আপন তুমি কার অন্বেষণে ?
পুণ্যের প্রশান্ত কায়,
পবিত্র-চরিত্র-ছায়,
আশ্রমের শত-গাথা বেষ্টিত তোমায়,
তুমি তাহা ভুলি আহা হারালে হেলায়।
উন্মার্গ হইয়া তুমি,
ভাবিয়া স্বরগ ভূমি,

বসিলে আপন মনে নরক ছায়ায়,
জানিতে না সৌদামিনী পথিকে ধাঁধাঁয় ?

কেন তুমি হ'লে হেন মত্ত, আত্ম-ভোলা,
পথ-ভ্রান্ত-পান্থ-সম ভাবি ক্ষুদ্র বেলা !
কেতকী-কমল-কায়
কণ্টাকত হেরি হায়,
শিমূলে ভরিলে ডালা রূপ নিরখিয়া,
এখন হে তুষানলে যেতেছ দহিয়া।
সৌরভে ভরিতে গেহ,
পবিত্র করিতে দেহ,
অমৃত্র ভুলিয়া, বসি বিষ-তরু-তলে,
ভাসিছ হে নিত্য এই অনিত্যের জলে।

আকাশ দর্শনে।

না পাই ভাবিয়া, কেমন করিয়া,—
সাজান অমন দেশ,
কেমন করিয়া, নিখুৎ করিয়া,—
পরান উহার বেশ।

ভাবিয়া ভাবিয়া, কৌশল করিয়া,—
অমল আলেখ্য খানি,
অমন করিয়া, কে দিল আঁকিয়া,
কিছু ত নাহিক জানি!

কনক-রচিত, হীরক-খচিত,
অমল সুন্দর কায়,
শোভার ভাণ্ডার আলোকের হার,
প্রদানিল কে তাহায়।

কত রেল গাড়ী, সৌধ-ঘর-বাড়ী,
সেনা, অশ্ব, গজ, রথ,
দীঘি, সরোবর, বাপি পারাবার
নদ-নদী-ঘাট-পথ।

প্রিয়-দরশন কুসুম-কানন,
পাহাড় নিঝর মরি,
ছায়া-পথ কত তরু-মরু শত,
সাজান সুন্দর করি।

সিঁদূর মাখিয়া, মধুর হাসিয়া,
উল্লাসে আকুল কায়,
জলদে পশিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া,
বিজলী খেলে গো তায়।

সাঁজের সময় কিবা শোভা হয়,
নেহারি শুধুই হাসি,
—তপন হেরিয়া, গোপন করিয়া,
প্রভাতে রতন রাশি।—

পলকে পলকে, বিপুল পুলকে
নব নব বেশ ধরে,
বালকের মত, ভাঙ্গে গড়ে কত,
রঙ্গ-ভরে ব্যঙ্গ করে'।

কভু হেরি স্থির, কভু বা অস্থির,
কভু ঘন গরজন,
কভু প্রভঞ্জন, করকা পতন,
কভু ধারা বরিষণ।

শশাঙ্ক-তপন, মাখিয়া কিরণ,
কত কি করে গো খেলা,
বাসনা, ছুটিয়া দেখিগে যাইয়া,
আনন্দে সুন্দর মেলা।

নাহি শোক-তাপ, নিপীড়ন,পাপ,
ইচ্ছামত সব পাই,
কেমন করিয়া, কোন্ পথ দিয়া,
উহার সকাশে যাই!

ধরিতে বাসনা, হাসি মুখ খানা,
বসিয়া উহার পাশে,
হা, নভ মণ্ডল হ্রুত শত-দল—
—সূত-দল যদি আসে।

আক্ষেপ।

—o—

অতীতের গাথা, ব্যথা দেয় প্রাণে, কেনরে বুঝিতে নারি,
বিকচ-কুসুম, কেন যায় ঝরে',—শুকায় তুহিন বারি!
অবিরাম কেন, পাখীর কূজনে, থাকেনা প্রভাতী তান,
উষার হাসিতে, হিয়ার ভিতর, কেন আনে অবসান;
সুখের সর্ব্বরী, কেনরে পোহায়,—আপনি বাজেনা বাঁশী,—
মমতা-বন্ধন, কেন যায় ছিঁড়ে' অধরে লুকায় হাসি;
নয়নের নীরে, হিয়ার অনল, কেনগো নিভে না হায়,
কেনরে চপলা, চকিতে চাহিয়া, লুকায় মেঘের গায়!
কেন সমীরণ, তরঙ্গ নিকরে, শিখাইল লুকাচুরি,
হারাণ রতন, কেনরে আবার, বেড়ায় সাগরে ঘুরি।
শেষ দেখা কেন, নিমিষে ফুরায়, থাকিতে প্রাণের ভাষা,
শেষের সম্বল, কেনরে হারায়, থাকিতে শেষের আশা!

হাসি।

—o—

আঁধিয়া হৃদয় হায়, কেন হাসি, অভাগায়,
চিরতরে লুকা'লে ছাড়িয়া,
আছত আকাশ দেশে, রবি-শশী-তারা বেশে,
—জলধরে তনু সাজাইয়া!
সিন্ধু-জলে স্নান করি, সীমন্তে সিন্দূর পরি,
উষারূপে ভূষিত ভূষণে,
সন্ধ্যার কিরণ মাখি, স্বর্ণ-রেণু বুকে রাখি,
রঙ্গ কর তরঙ্গের সনে।
বিকসিত-কুঞ্জবনে, বায়ু সনে সঙ্গোপনে,
এখনোত করহ চরণ,
বিভুর বিভব-মাখা, শিশুমুখে,—স্বপ্ন আঁকা,—
অনুক্ষণ দাও দরশন!
এখনো ত তরু-শিরে, ভ্রম নিত্য ধীরে ধীরে,
প্রভাতে—প্রদোষে কুতূহলে,
অগণন ঘন ল'য়ে, এখনো ত আন বয়ে',
প্রবালের বৃষ্টি ধরাতলে!
তোমার সুষমা রাশি, জড়িত তড়িতে হাসি,
বিশ্ব হাসে তব করুণায়,

হাস্য হারা আস্য হেন, ডুবায়ে রাখিলে কেন,
আঁধারের পাথারে আমায়!

কান্না।

—o—

অবিরাম চায় হিয়া, গাহিবারে গান,
ক্রন্দন, তোমারি ভাষে,—
তোমার আশ্রমে নিত্য ভৃত্য-সম হায়,
তাই বসি সেই আশে।
দাহের অনলে যবে জ্'লে যায় এই—
হিয়ার বিশাল ভূমি,
আঁখি নীর মাখি, স্নিগ্ধ কর ধীরে ধীরে,
জড়া'য়ে, জুড়াতে তুমি।
কোথা হ'তে আসি, শত ব্যথা রাশি রাশি,
ছিটায় অনল কণা—
অতৃপ্ত বাসনা-রজ দেয় বিড়ম্বনা,
হই অন্ধ-আনমনা।
যে বলে তোমায়, ওহে, পাষাণ-হৃদয়
বলুক ক্রন্দন রোল,
আমি জানি তুমি নিত্য, অনিত্য এ ভূমে,
মায়ের মধুর বোল।

কি ?

করুণা-আকর, সর্ব্ব গুণধর,
এ বিশ্ব-রহস্য যাঁর,
কেমন সে জন, নারিনু কখন,
হেরিতে সুষমা তাঁর।
কান্তার, প্রান্তর, মরি কি সুন্দর,
ধরাধর-নিরঝর,
যেদিকে যখন ফিরাই নয়ন,
শুধুই মহিমা হার।
আকাশের ছবি, শশী, তারা, রবি,
জলদ, বিজলি মাখা,
প্রতিভা তাঁহার, ইন্দ্র ধনু যাঁর
অতুল তুলিতে আঁকা।
পত্র-পুষ্প-ফল, তরু-মরু-স্থল,
নদ-নদী-পারাবার,
নীরদ-নিকর, শিশির-শীকর,
অনিল, স্নেহের ধার।
যাঁহার কৃপায়, সুধার ধারায়,
পূরিত মায়ের প্রাণ,—

কুসুম নিকরে, মকরন্দ ক্ষরে,
—বিহগে ললিত গান ;
চাঁদের কিরণ, উষার বরণ,
যাঁহার বিপুল হাসি,
সাগরের জলে যাঁর কৃপাবলে
বিরাজে রতন রাশি ;
কোথা দেখা পাব, সেই ভব-ধব
এসব সম্ভব যাঁর,
জুড়াব সুধিয়া, আকাশ ছাপিয়া,
চিতার বিকাশ কা'র !

চাতক।

—:০:—

কেন রে চাতক তুমি অমন করিয়া,—
নিত্য নিত্য অনিবার,
কর শুধু হাহাকার,
দারুণ-করুণ-স্বরে গগন ভেদিয়া ?—
কেন কেন অবিরত,
আকুলিত তুমি অত,

কোন্ মহা দুঃখে প্রাণ ফাটে গো তোমার—
প্রাণ খুলে' ওরে পাখি বল একবার!

সবাই কাতর বটে নিদাঘ জ্বালায়,
জলে, স্থলে, শূন্য দেশে,
বিরাম লভিতে এসে,
নীরবে রয়েছে শু'য়ে ছায়ায় ছায়ায়।
তুমি কেন ভগ্ন-মনে
বসিয়া বিজন বনে,
মরমের দুখ যেন জানাইছ কায়,
কিসের অভাব তব বল গো আমায়!

হায় পাখি, তুমি কি গো বিষণ্ণ-বদনে,
পিপাসায় সকাতরে,
ফটিক জলের তরে,
কাঁদিছ করুণ-কণ্ঠে ঘন আরাধনে!
কিন্তু তাহে তব আঁখি
কেনবা ঝরিবে পাখি!
প্রবাহিনী-সিন্ধু-সর অসংখ্য ধারায়
নিবারিতে পারে তব ক্ষুদ্র পিপাসায়।

তবে কি গো নিদারুণ ব্যাধির পীড়ন

না পারি সহিতে তুমি,
বিদরি আকাশ-ভূমি,
বালকের মত অত করিছ ক্রন্দন ?
ও-না-না ! রে বিহঙ্গম,
হ'লে ব্যাধি নিপীড়ন,
নীড়ে থেকে জ্বলে' জ্বলে' যাতনা-অনলে,
কালী মাখা হ'ত অই সোণার কমলে।

তবে, তব দারা-পুত্র-জনক-জননী,
পাষাণ বাঁধিয়া প্রাণে,
ফেলি তোমা নিজস্থানে
প্রস্থান করেছে বুঝি আঁধারি ধরণী ;
তাই হে "শোকের ঝাল"
এই গীত অবিরল
ফটিক জলের ভাষে গাও অনিবার ;
তাই কি শুনিছে নিত্য চীৎকার তোমার ?

ও হো হো ! বুঝেছি, তুমি শোকের জ্বালায়,
ডেকে ডেকে হারাধন,
কহ নিত্য অনুক্ষণ,
মনের বেদনা যত গানের ভাষায়।
কিন্তু ওরে বিহঙ্গম,

কেন কাঁদ অকারণ,
তোমার ক্রন্দন তারা শুনিবে কি আর ?
তা'রা যে নিদ্রিত সেই অসীমের পার !

সংসারের কোন কথা পশে কি তথায় ?
যে অরণ্য একাকার,
—নাহি আদি অন্ত যার,—
প্রবেশিলে ফিরিবার কি আছে উপায় !
জীবন ভরিয়া পাখি,
ঝরিতেছে কত আঁখি,
কত বুক ভাসিতেছে নয়নের নীরে,
তবুও একটী বার চায় কি হে ফিরে ?

কি হবে কাঁদিলে আর ওরে বিহঙ্গম,
কাঁদিলে যদ্যপি বিধি,
ফিরে দিত হারা নিধি,
ভাঙ্গিতনা অভাগার সুখের স্বপন।
ছাড়িয়া অনন্ত ভূমি,
ধরা ধামে এস তুমি,
দুই জন বসি, ভাসি নয়নের জলে,
শাখে থেক সখে তুমি আমি রব তলে !

শোকের বিষম বাঁশী বাজিবে যখন,

সেই সুরে সেই তানে,
মিশাইয়া দিয়া প্রাণে,
ভাসাইব সংসারের শত প্রহরণ।
বিমল-জ্যোছনা তলে,
দুই জন কুতূহলে
গাহিব অতীত সুখ-দুঃখের কাহিনী,—
ফুরাইতে পারিনি যা', দিবস যামিনী।

শশী-হীনা রজনীর অন্ধ তমসায়,
যখন আকাশ কোলে
কোটী কোহিনুর ঝোলে,
বিজলী জলদ-দলে হাসিয়া লুকায়;
বসি থেকে দুই জনা,
অতীত স্মৃতির কণা
মানস-মুকুরে নিত্য করি' দরশন,
নিভাইব যাতনার অনল কিরণ।

উষার ললাটে পাখি, শোভিবে যখন
সুন্দর সিন্দূর বিন্দু,
নিন্দিয়া অযুত ইন্দু,
চুমিবে জননী স্বীয় শিশুর বদন,
দারা-পুত্র-পিতা-মাতা—

স্বজন-বান্ধব-ভ্রাতা—
সমবেত নেহারিব প্রাসাদে কুটিরে,
মোরাও ভাসিব পাখি, সে সুখের নীরে।

হাসিবে প্রকৃতি যবে পশ্চিম গগনে,
সুখের প্রদোষ কালে
বিহগ ডাকিবে ডালে,
ছুটিবেক দ্রুত পক্ষে নীড় অন্বেষণে ;—
যখন বৎস সনে
গোধন ছাড়িবে বনে,
জগত আঁধার হবে রজত-কণায়,
হে পাখি, জুড়াব আঁখি বসিয়া তথায় !

দুরূহ বিরহে তুমি অবসন্ন-মতি ;
কিন্তু চেয়ে দেখ পাখি,
শত অস্ত্র বুকে রাখি,
সহে নর সংসারের অসংখ্য দুর্গতি।
অভাব, ব্যাধির বল,
নিদারুণ শোকানল,
মিত্ররূপী শত্রুদল-দুরন্ত দংশন
বুঝিতে, লভিতে যদি মানব জীবন।

ক্ষুদ্র প্রাণ তব, তাই ভাবহে যাতনা,

আত্মহারা হ'য়ে তুমি
ছাড়িয়া মরত ভূমি
নিরজনে বনে বনে ফেল অশ্রু-কণা।
শুনিয়া ক্রন্দন তব
আঁধার নেহারি ভব,
তাই গো হে পাখি তোমা ডাকি বার বার,
জ্বলন্ত অনলে আর দিওনা ফুৎকার!

সরোবর তীরে।

ওহে সরোবর, কিবা মনোহর, মোহন মূরতি তব,
নেহারি যখন, তোমার বদন, যাতনা জুড়ায় সব;
জগতের কত, শোভা শত শত, নেহারিতে পাও তুমি,
তোমার উরসে, হরষে নিবসে, স্বরগ-মরত ভূমি;
যবে সমীরণ, না করে ব্যজন, তব কম-কলেবরে,
থাক ক্রোধভরে, অস্পন্দ অন্তরে, গভীর মূরতি ধরে';
অনন্ত গগন, সঙ্গে ল'য়ে ঘন, বিকাশে তোমার দেহে,
কত তরু-রাজি, ফুল ফলে সাজি, উপনীত তব গেহে।
শিশির-শীকর, ঝরে ঝর ঝর, শীতলিতে তব প্রাণ,
নিরমল করে, যত জলচরে, তোমার নিবাস স্থান।

সুচারু হাসিনী, ঊষা সীমান্তিনী, সিঁদুর মাখায় শিরে,
সায়াহ্ন আকাশ, নব-নব বাস, বিতরে তোমার নীরে।
জলদ নিকর, সলিল শীকর, ঢালে কত আঁকা বাঁকা,
হে রূপসি সর, তব কলেবর, বিশ্বের বিভব মাখা!
তোমার সমান, পুণ্যের সোপান, কি আছে সংসারে আর,
অকাতরে হায়, করগো সবায়, অর্পণ করুণ ধার।
পিপাসা-কাতর, যবে চরাচর, তোমার সকাশে ধায়,
দিয়া আলিঙ্গন, করিয়া চুম্বন, জীবন বিলাও তায়;
নিদাঘ অনলে, যবে প্রাণ জ্বলে, তোমার আবাসে এলে,
আবরিত কর, পূত-কলেবর, সুত-সম প্রাণ ঢেলে!
মৃদুল-পবন, করে সন্তরণ, তোমার বিমল-নীরে,
রবি-শশী-তারা, হ'য়ে আত্মহারা, মত্ত-সম ঘুরে ফিরে!
কুমুদ-কমল, আনন্দাশ্রু-জল, ছড়ায় তোমার বাসে,
কত বিহঙ্গম, করে সন্তরণ, কত মীন ডুবে, ভাসে।
ভ্রমর-নিক্বণ, করিতে শ্রবণ, মকরন্দ কর দান,
তোমার আবাসে, যে জন নিবসে, শুনে সে স্বরগ-গান।
ওহে সরোবর, বিখ্যাত সংসার, তোমার সুখ্যাতি রাশি,
দিবায় নিশায়, হেরিয়া তোমায়, তাই হে জুড়াতে আসি।
একাধারে যত, শোভা শত শত, বিরাজে আশ্রমে তব,
আনন্দ-তুফানে, নাচা'য়ে পরাণে, দেখাও স্বরগ-ভব।
ওহে সরোবর, করুণা-আকর, চাও হে দীনের পানে,
আমার ভারতী, কবেগো আরতী, হবে সে শেষের গানে!

অনলে অনলে, জ্বলে' জ্বলে' জ্বলে', হতেছি অনল-রাশি,
না পারি নিভাতে, তোমায় হেরিতে, তাই হে ছুটিয়া আসি!

পত্রিকা দর্শনে।

পরের হিতের তরে,
মসী মেখে কলেবরে,
হে পত্র, সর্ব্বত্র তুমি কর বিচরণ;—
তোমার দয়াল রেখা,
অক্ষরে অক্ষরে লেখা,
স্তবকে স্তবকে কত করি দরশন।

মানস-সরসে আসি,
কল্পনা-কমল-রাশি
অলক্ষিতে ধীরে ধীরে করিয়া চয়ন,
রচিয়া দুর্ল্লভ হার,
প্রদানিতে উপহার,
হরষে তরাসে কর কর পরশন।

হেরিলে তোমার মুখ,
জীবনের শত দুখ
ঘুচে যায়, মুছে যা'য় হৃদয়-কালিমা,

ত্রাস নাশ করি তুমি,
দেখাও স্বরগ-ভূমি,
বিবরিয়া আপনার বিচিত্র মহিমা।

সুদূর প্রবাস-বাসে
যবে প্রাণ কাঁপে ত্রাসে,
অশ্রু ঝরে বিরহের দুরূহ পেষণে,
পঞ্চ-শাখে * তোমা হেরে,
পঞ্চ ভূত নৃত্য করে,
অন্ধকার হরে যেন শশাঙ্ক কিরণে।

অপার-অতল-আশা,
অতুলিত ভালবাসা,
বিনয়-সন্তোষ-প্রীতি-সুখ-প্রস্রবণ,
ঢেলে দিয়া প্রাণ'পর,
দগ্ধ হিয়া স্নিগ্ধ কর,
মুগ্ধ যা'য় নিরাশার ক্ষুব্ধ প্রাণ মন।

কত প্রফুল্লিত প্রাণে
সুখের বারতা দানে,
নির্ব্বাত নিস্তব্ধ কর ক্ষুব্ধ পারাবার,

* হস্তে।

অভিমান, ভয়, ক্রোধ,
যে সুখের গতিরোধ
প্রচণ্ড তাণ্ডবে হায় করে বার বার।

হেরি তব মুখ-শশী,
প্রোষিতের দুখ-মসী,
মুছে গিয়া ভাসে প্রাণে ঊষার তপন,
প্রণয়-কুসুম-ভাতি,
সহস্র সুখের বাতি,
নিশান্তে দেখায় নিত্য শান্ত দরশন।

প্রীতির জ্যোৎস্না রাশি,
মরম পরশি আসি,
বিষাদ-আঁধার পুঞ্জ করয়ে হরণ,
নিরখি তোমার মুখ,
উল্লাসে উন্নত বুক,
কোথা হ'তে আনে যেন সহস্র চুম্বন।

পরের হিতের তরে,
আপন বিলায় পরে,
তোমা সম মিত্র, পত্র, কে আছে ধরায়,

মরমের যত কথা,
—বাসনা, বিরহ, ব্যথা,—
তোমার সকাশে তাই প্রকাশে সবায়।

শত সার্থ পরিহরি,
সতত বহন করি,
সান্দ্রানন্দ সন্দোহের সন্দেশ সম্ভার,
দারা-পুত্র-পিতা-মাতা,
স্বজন-বান্ধব-ভ্রাতা,
তুষিয়া, হাসিয়া আসি দাও উপহার।

এখনো সে গৃহ-কুঞ্জ
স্তূপাকার পুঞ্জ-পুঞ্জ,
বিদ্যমান, মতিমান্ দেখাইছ মোরে,
কিন্তু কই নিরুপম ?
প্রভাত-শশাঙ্ক সম
নিমীলিত নেত্র, যেন স্তব্ধ ঘুম ঘোরে।

স্বর্গের সম্পদ-রাশি,
নিয়ত দেখা'য়ে আসি,
ভাসাইয়া দিতে প্রাণ আহ্লাদ-সলিলে ;
সংসারের প্রহরণে,
ব্যথিত, প্রহৃত মনে,

ব্যজন করিতে কত সুবাস-অনিলে ;
আজ যেন বিষে মাখা,
সে সব করুণা আঁকা,
অয়ি জীবনের সখা অভাগার কাছে,
নাহি হায় সে সকল
সুখ-শান্তি নিরমল,
আনন্দের বিনিময়ে অশ্রুটুকু আছে।
কেন রে গরল সম
সে মুরতি নিরুপম,
ভবিষ্য আলোকে যাহা ছিল আলোকিত !
কে জ্বালিল এ অনল,
ওরে পুত্র বল্ বল্
পীযূষ কেনরে হেন পুরীষে জড়িত ?

কৃতান্ত কি দুরন্ত !

——:০:——

ওরে তপন-তনয় !
কেন তুমি হ'লে হেন নির্ম্মম নির্দ্দয় ?
শুনিলে তোমার নাম শিহরে সংসার ধাম,
যাতনায় জ্বলে উঠে হৃদয়-নিলয়।

প্রচণ্ড প্রভাবে তব এ বিশ্ব-মাঝারে,
দিবা নিশি পরিপূর্ণ শুধু হাহাকারে।

তোমার প্রখর তেজে,
বিধাতা-নির্ম্মিত এই বিশাল সংসার
হয়েছে শ্মশানময়; হৃদয় ফাটিয়া বয়,
প্রস্রবণ সম হায় কত অশ্রু-ধার;
জ্বলে নাই প্রাণ যার তোমার দংশনে,
ওরে যম হেনজন কে আছে ভুবনে!

জীবের নিধন তরে
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি কর রে ধারণ;
ব্যাধিরূপে দুরাচার কর কভু অধিকার,
কভু বা অশনিরূপে কর আক্রমণ;
ভুজঙ্গের তুণ্ডে, কভু অনলে, অনিলে,
ব্যাধপাশে, অস্ত্রে, শস্ত্রে, কভু বা সলিলে!

ওরে পাষণ্ড পামর;
পাষাণে গঠিত হিয়া কে দিল তোমায়!
এ দারুণ নিষ্ঠুরতা তুমি হে পাইলে কোথা,
প্রাণে দিতে অত ব্যথা শিখিলে কোথায়?
হৃৎ-পিণ্ড ছিন্ন করি, হৃদয়-রতন
কেমনে শমন তুমি কর রে হরণ;

তুমি না থাকিলে ভবে
কি দুখে হত'রে অত জীবের যাতনা ;
ছাড়িতে সংসার-বাস কাহার হত'রে আশ,
কাহার যাচিত প্রাণ মরণ কামনা !
স্বর্গের সমান হ'ত এই ধরাতল
যদিনা লভিত জীব তোমার কবল।

ওরে কাল, চিরকাল
ধর্ম্মরাজ নামে তুমি বিখ্যাত সংসার,
ধর্ম্ম কি পাষাণ-কায় ? নাহি কি করুণা তায় ?
ধর্ম্মের নয়নে কিহে নাহি অশ্রুধার ?
অভিচার, অবিচার, হিংসা, অত্যাচার,
ধ্বংস কি ধর্ম্মের ধর্ম্ম ? অঙ্গ-অলঙ্কার ?

ওরে বিনয়-বধির !
যাতনার অস্ত্রে অস্ত্রে ক্ষত যার হিয়া ;
সবিনয়ে যেই জন চায় তব আলিঙ্গন,
পরশন তায় নাহি কর উপেক্ষিয়া।
যাহার অভাবে ধরা হবে অন্ধকার,
সেই সে উড়িবে আগে ফুৎকারে তোমার।

ওরে কপট দুর্জ্জন !
বর্জ্জিত স্বজন-সখা প্রবাস-নিবাসে,

তীব্র আকর্ষণে তব অন্ধকার হেরি ভব
অতুল পুতুল কত যায় তব বাসে।
অকলঙ্কে, আতঙ্কের সে অঙ্ক হেরিয়া,
কলঙ্কের ভয়ে তব কাঁপে না কি হিয়া ?
অরে কাল নিরদয়,
সংসার প্রবাসে, জীব,—আশা-তরুতলে,—
ভুলিতে পথের দুখ, লভিতে বিরাম সুখ,
দুর্লভ জীবন লয়ে থাকে কুতূহলে ;
কাল, পাত্র কণামাত্র না করি বিচার,
স্ব-ইচ্ছায় তুমি তায় করিছ সংহার।

হায়, এই ধরাতলে
তোমার প্রভুত্ব নাহি থাকিত শমন,
সময় ভেদিয়া যদি গ্রাসিত সাগর, নদী,
সংসার হত'রে কত সুখের সদন।
কেন ধাতা নিষ্ঠুরতা করিল প্রচার
দুরন্ত কৃতান্তে দিয়া প্রাণান্তের ভার।

উদ্যান দর্শনে।

কেন তোমা হেরি প্রাণ কাঁদে'রে উদ্যান!
এখনো ত ফুল-ফলে
সাজ তুমি কুতূহলে,
শুনাও পাখীর গান, কর ছায়া দান!
নিশার-শিশির আসি,
চুমে তব পত্র রাশি,
স্বর্ণ-কিরীটিনী-উষা সম্ভাষে তোমায়;
বিমল জ্যোৎস্না পাঁতি,
জাগিয়া পোহায় রাতি,
তোমার আশ্রম তলে তোমারি ছায়ায়।

এখনো ত স্নাত. প্রাতঃ-সান্ধ্য সমীরণ,
শত-শত শাখী, শাখা
লতা-পাতা আঁকা বাঁকা
—সঙ্গে ল'য়ে রঙ্গে কর সুখে আলিঙ্গন।
কিন্তু হায় বনস্থলী,
হাসি আর বাঁশীগুলি
আসিবেনা—বাজিবেনা—তোমার তলায়,

তাই বুঝি অভাগার
হেরি', ঝরে অশ্রুধার,
তোমার সম্পদ—শোভা, দুঃখের জ্বালায়!

চন্দ্র-দর্শনে।

সকল রকমে, জ্বালালে আমায়,
শতেক যাতনা দিয়া,
তবু শশধর, হেরিলে তোমায়,
পরাণ, লুঠায় হিয়া!
কত সাধ ছিল, খেলিব দুজন,
জীবন ভরিয়া সুখে,
—দিব আলিঙ্গন, বদন চুমিব,—
রাখিব হিয়ায় লুকে।
সে সাধ বাসনা, পুরালে না সখে,
চাহিলে না অভাগায়
আশার দেঁউটী রেখে গেলে শুধু
শৈশবের "আয় আয়"!
দুখের পাথারে ভাসিতে ভাসিতে
—হেরিতে তোমার খড়ি—

সুন্দর করিয়া, সাজানু মন্দির,
তোমারি প্রতিমা গড়ি।
জানিনা ত বিশ্ব, রহস্য দেখায়,
ছিঁড়িয়া বীণার তার,
দহনের দাহ বহনের তরে
মানব-গহনে ভার।
শত উচ্চরব বধিরতা মাখি',
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাসে,
শূন্য হিয়া ল'য়ে ক্ষুণ্ণ প্রতিধ্বনি
বন্যায় ভাসিয়া আসে।
সুখের আধারে গরল ঢালিয়া,
পাতিয়া কালের ফাঁদ,
মরমে মরমে, অধমে কাঁদালে,
ছি ছি ছি, সোণার চাঁদ!

করুণা।

১

আমার দুঃখের তরে, তোমার নয়ন ঝরে,
হে বিভো! নেহারি নিত্য পাতায় পাতায়;

প্রাণে ব্যথা পাই ব'লে, বিহঙ্গ-সঙ্গীত-চ্ছলে,
—তটিনীর কুল্ কুলে ভুলাও আমায়।—
কভু বা বিষণ্ণ-মনে বসিয়া নীরদ সনে,
বৃষ্টিরূপে কষ্টে কর অশ্রু বরিষণ,—
আমি ত ভাবিনা নাথ তোমায় কখন!

২

উন্নত-পাষাণ স্তূপ, অতল সিন্ধুর কূপ,
সৃজিয়াছ দেখাইতে উত্থান পতন;
কভু বা কুসুম থরে, ভ্রমিয়া অনিল ভরে,
সন্তাপিত প্রাণে কত করহ ব্যজন।
তবু নাহি ভাবি আমি, তোমা, হে অন্তর-যামি,
আমি শুধু মত্ত, নিত্য আত্ম-গরিমায়,
তুমি কিন্তু চিন্তাকুল আমার চিন্তায়।

৩

আমার অভাব হেরে, থাকহ আমায় ঘেরে,
—সংসারের তাড়নায় কাতর হৃদয়,—
হেরিলে সঙ্কটরাশি, হৃদয়-কপাটে আসি,
আঘাতো অলক্ষ্যে তুমি, ওহে দয়াময়!
আমার হিতের তরে, রেখেছ রচনা ক'রে,
শত শত উপাদান সাজায়ে ধরায়,
আমি মগ্ন, ভগ্ন-প্রাণ শৈশব ক্রীড়ায়।

৪

দুঃখের তিমিরে ঢাকা, বিভীষিকা আঁকা বাঁকা,
নিবারিতে কত শোভা করেছ রচনা,
উদ্যম-উৎসাহ-আশা সুখ-শান্তি-ভালবাসা
ছুটিছে চৌদিকে মোর করি আনাগনা।
বাসনা-অনিল-জল, প্রণয়ের ফুল-ফল,
নীরবে গাহিছে নিত্য তব কৃপা-গান,
মূক আমি অন্ধ আমি, ঘুমে শূন্য প্রাণ।

৫

অলসে অবশ-কায় ভ্রমিতেছি শুধু হায়
নিবারিতে নাহি পারি দুষ্ট পিপাসায় ;
স্নেহ-কর সঞ্চালনে, তৃপ্ত কর তপ্ত-প্রাণে
গুপ্তবেশে মুছি সুপ্ত যাতনা-নিচয়।
শুকাইতে অশ্রু রাশি, অধরে মধুর হাসি,
স্বর্গের সম্পদ সম দিয়াছ আমায়,
হে চিন্ময়, তবু আমি চিনিনা তোমায়।

৬

হায় গো জগৎ-পতি, আমি অতি ক্ষুদ্র মতি,
দারুণ দুখের দাহে দহে যবে প্রাণ,
ভুলি সেই কৃতজ্ঞতা, নিন্দা করি দিতে ব্যথা,
তুমি কিন্তু স্তুতি নিন্দা কর সমজ্ঞান।

তুমি জ্ঞান দয়াময়, জনক-জননী সয়,
সন্তানের নির্য্যাতন নিপীড়ন যত ;
পাদপে ছেদিলে, তবু ছায়া দানে রত।

৭

আত্ম-দোষ, কর্ম্মফলে, দুরন্ত দুষ্কৃত ব'লে,
নেহারি নয়নে নিত্য অনিত্য আঁধার,
ঘাত প্রতিঘাতে হায়, হৃদয় মথিয়া যায়,
যাতনার তীক্ষ্ণধারে ছুটে রক্ত-ধার।
দিক হারা হ'য়ে প্রাণ গায় তব দোষ গান,
সতত অতৃপ্ত দৃপ্ত লালসা নিচয়,
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি তোমা নিষ্ঠুর নির্দ্দয়।

৮

মুগ্ধ, মত্ত, মায়া-পাশে, তাই এ নরক-বাসে
সুধাময়, দয়াময়, হেরি অনিবার,
বাসনায়, কামনায়, যাতনায়, তাড়নায়,
ভাবনায়, প্রাণময় উঠে হাহাকার।
দাও পথ দেখাইয়া, তোমার সকাশে গিয়া,
তোমার চরণ প্রান্তে লইগে আশ্রয়,
জ্বলিও না তুমি আর আমার জ্বালায়।

সুখ-স্বপ্ন।

—:•:—

ওই যে গো শতদল বায়ু ভরে টলমল,
—নিশার-আসার-সিক্ত—করে সরোবরে,
অগণ্য তারকা দাম শোভা করে নভধাম,
সৌদামিনী অট্ট হাসে অনন্ত অম্বরে।
ওই যে গো তরী চলে, মরুৎ-গরুৎ-বলে,
সুন্দর তরঙ্গ ভঙ্গে রঙ্গে নিরুপম,
বিটপেতে বিহঙ্গম, বিচিত্র পতত্র সম,
ধরায় দ্বিতীয় ব্যোম শিখীর পেখম।
ওই যে গো মনোলোভা ঊষার বিভব শোভা,
শশি-কর-লেখা মাখা নিখিল ভুবন ;
রতন-সম্ভব-কান্তি, মরুতে সরসী ভ্রান্তি,
ইন্দ্রধনু সুরঞ্জিত অঙ্কিত গগন।
ওই যে গো রঙ্গ ভরে, তরঙ্গিণী হার পরে,
কভু ছিঁড়ে কভু গড়ে কভু বা হারায়,
তুহিনের মালা গলে কিশলয় পড়ে ঢ'লে,
ভাস্কর তস্কর পুনঃ হ'রে লয়ে যায়।
অই যে পতঙ্গ-পুচ্ছ, ললনা-অলকা-গুচ্ছ,
মন্দ সমীরণ ভরে হয় আন্দোলিত ;

নবীন পল্লব-পুঞ্জ- -বিরচিত-পত্র-কুঞ্জ,
হেরিয়া আহ্লাদে মন হয় আকুলিত ;
কি জাগ্রত কি নিদ্রিত, কিবা স্থির বিচলিত,
মুখরিত শিশু-হাসি করি দরশন,
ভুলি বিশ্ব-বিচিত্রতা, শোক-তাপ-দরিদ্রতা,
মনে হয় এ সংসার সুখের স্বপন।

জগৎ-জননী।

——:•:——

অয়ি জগত-জননি !
তুমি নাকি মানবের দুঃখ বিনাশিনী ?
জীবের সন্তাপ স্মরি, দাওনা কি পদ-তরি,
তাই নাম সন্তাপ-হারিণী !

তুমি না দুর্গতি-হরা ?
ভুবন-বিদিতা তুমি দয়াবতী ব'লে।
তবে কেন জীবগণ দুখে ভাসে আজীবন,
লাবণ্যের প্লাবনের জলে ?

দুরিত-বারিণী তুমি,
পদে পদে তবে কেন জননি আমার,

আঘাতে আঘাতে হায়, হৃদয় ফাটিয়া যায়,
কেন সহি অত অত্যাচার ?

সঙ্কট নাশিনি অয়ি!
নিস্তারিণী রূপে না কি নিস্তার মানবে ?
তবে কেন অনিবার এ দুস্তরে মা আমার,
ভাঙ্গে হিয়া সংসার-আহবে ?

সবে মা সঙ্কটে পড়ি,
বিলুণ্ঠিত নিত্য, সত্য, তব পদ-তলে,
দুঃখময় এযে ভব শুধুই প্রপঞ্চ ভব,
জয়-লয়, তব মায়া বলে !

অয়ি ত্রিতাপ-হারিণি !
ভব-রঙ্গ ভূমে আসি বিষাদ-গরলে,
কেন প্রাণ জ্বলে' যায়, করুণায়—করুণায়,
ভস্মরাশি রাখিয়া অকূলে ?

অয়ি মাতঃ জগদম্বে,
কেন অপহৃত হয় চিত-ভরা ধন !
ছিন্ন ভিন্ন কণ্ঠ-হার কেন স্বর্ণ-লতিকার,
—বর-বপু রত্ন আভরণ ?

এসেছি করুণাময়ি,
পূজিতে চরণ তব শেষের সম্বল,
সুধাই তোমার কাছে, পাছে আর কত আছে,
অস্ত্রাঘাত—নয়নের জল ?

দয়াময়ি ! অধমের
লও পূজা, প্রাণ-ভরা ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
দীনের মিনতি শেষে, এই কুলিশের বেশে
বিধ্বস্ত ক'রনা গৃহস্থলী।

নিরুপায় পান্থ।

কেন রে পথিক কঁাদিয়া কাঁদিয়া,
ভাসাইছ ধরা এখন তুমি ?
জাননাই আগে, এদেশ তোমার
নহে নিজ দেশ,—প্রবাস ভূমি !

বিপুল আলোক পুলকে হেরিয়া,
পতঙ্গের মত পড়েছ লুঠে,
জানিতে না হায় সে নহে অমৃত,
সাগর মথি যা' নাহক উঠে।

যাতনার ফাঁসী, পাতা রাশি-রাশি,
  জানিতেনা কিহে লাগিবে গলে ?
জানিতেনা হায়, অলক্ষ্যে ধীবর—
  পেতে আছে জাল অতল জলে ?

স্নেহ-অঙ্গ-রাগ মাখি' কলেবরে,
  —লালসা-কৌপীনে জড়ায়ে' কায়,—
ভেবে ছিলে মনে হয়েছি স্বাধীন,
  কেবা মোরে আর আঁটে গো হায় ?

হেরিতে ধরণী করতল-গত,
  —স্বর্গনিকেতন, নন্দন বন,—
স্বজন নিকর, তণ্ডুল-কণিকা,
  হেরিয়া আনন্দে প্রমত্ত মন।

কেন রে পথিক কেন রে লাগিল,
  এ দারুণ ধাঁধাঁ তোমার চিতে,
পাগল বলিয়া দেয় যা'য় তালি
  লোভ-পল্লী-বাল ধিক্কার দিতে!

মুছে ফেল ছাই, খোল হে বসন,
  ভুল হে কুটীর চিন্ত হে দেশ,

কর পরিহার বাসনা-জঞ্জাল,
—বিচলিত-চিত-কামনা লেশ।

এ নহে সংসার, চিতার সৃজন ;
—বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড, খাণ্ডব-বন,—
রবি-শশী-তারা, আকাশ-বাতাস,
কলুষ কুহেলি—অনল কণ।

ক্ষণিকের শান্তি, সুখের নিবাস,
বিজলী আঁচলে আঁধার ঘোর,
মিছায় জড়িত, বিছার দংশন,
এ ছারে পরাণ পাগল ভোর !

পারের লাগিয়া নাহিক সম্বল,
কি ল'য়ে যাইবে তুমি গো হায়,
সমুখে যখন তরী ল'য়ে মাঝি
ডাকিবেক, "ওরে আয়রে আয়।"

ফাঁকি দিয়া ঢাকি স্বীয় কলেবর
খুলিয়া তোমার নয়ন দুটী,
এই পর দেশে, স্বজনের বেশে
ছ-জন হ'য়েছে পথের জুটী।

মোহের মদিরা ঢালিয়া বদনে,
করে'ছে গো শুধু বিহ্বল-ভোর,
তাই আমি ভাবি হায়রে পথিক,
ভবের আহবে কি হবে তোর!

চিন্তা।

—o—

ওরে চিন্তা-পিশাচিনি!
অহরহ কর তুমি কতই প্রহার,
নিদারুণ প্রহরণে কত ব্যথা দাও মনে,
তথাপি প্রবৃত্তি নাহি নিবৃত্তি তোমার।

ভবিষ্যের অন্ধকারে—
আশার আলোক জ্বেলে, ধাঁধিয়া নয়ন,
অনন্ত সৃষ্টির শোভা, দেখাইয়া মনলোভা,
যাতনার সিন্ধু-নীরে কর নিমগন।

প্রবল পেষণে তব,—
প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত হৃদয় বিকল,
সংসার-চিতায় ফেলে, জ্বালাইছ খেলে' খেলে'
ত্রাহি স্বরে অশ্রু-ধারে ভাসা'য়ে কেবল।

প্রচণ্ড প্রভাবে তব
পশে প্রাণে শত-শত দংশন যাতনা,
উচ্চকণ্ঠে করি কত, হাহাকার অবিরত,
আত্ম-হারা হ'য়ে নিত্য মৃত্যু আরাধনা।

যখন করাল ব্যাধি—
ভীষণ মূরতি ধরি নিবসে হিয়ায়,
দুর্ব্বল প্রাণের পরে দারুণ আঘাত ক'রে,
কালের বিকট-ছায়া নিকট দেখায় ;—

শত্রুর পীড়নে যবে
মত্ত-করী-যূথ-সম হই উচাটন,
প্রাণ যেন ছুটে যায়, অবিচ্ছিন্ন-যাতনায়,
প্রচ্ছন্ন পিশাচ মূর্ত্তি করিয়া স্মরণ।—

ভয়ঙ্কর ঋণ-জালে
যখন প্রচণ্ডবেগে করে আকর্ষণ,
দুরন্ত-অলর্ক প্রায়, ছুটা ছুটি করি হায়,
বিদ্যুতের গতি ওহে তোমারি কারণ!—

বিপদ-নিগড় পরি,
যখন একান্ত মনে কৃতাঞ্জলি করে,
অকূল-সাগরে ভাসি, ফেলি উষ্ণ-অশ্রু-রাশি
অনিমিখে চেয়ে থাকি অনন্ত অম্বরে!—

রে চিন্তা পাষাণী-কায়া,
হৃদে হৃদে অধিকার তোর এই ভবে ;
কি জাগ্রত কি স্বপনে, কিবা দিবা নিশামানে,
আঘাতিছ প্রাণে প্রাণে রহিয়া নীরবে ;

যখন শোকের স্রোতে—
সংসার-প্রবাস ছাড়ি ভাসে এই প্রাণ,
তব নিষ্পেষণে হায়, হৃদয় মথিয়া-যায়,
থেকে যায় প্রাণ ময় যাতনার গান !

প্রজ্বলিত হুতাশনে—
অহরহ কর দাহ কি স্বার্থ সাধনে ?
নাহি শুনি কোন'কালে,—জড়িত সংসার-জালে,—
জর্জ্জরিত নহে কেহ তোমার দংশনে ;

মানবের ক্ষত প্রাণে—
কত বিভীষিকারূপে কর বিচরণ,
ধনীর হৃদয়ে ভয়,— সম্পদের অভিনয়,—
দরিদ্রের প্রাণময় অভাব তাড়ন ;

সুদূর অলক্ষ্য পথে—
প্রবাস নিবাসে যবে রহে প্রিয়জন,
নাপেলে সন্দেশ তার, সন্দেহের হাহাকার
অযাচিত তুষানলে করয়ে দাহন।—

ওরে চিন্তা, তুমি যদি
না করিতে রঙ্গভরে অঙ্গ আলিঙ্গন,
ধরাহ'ত স্বর্গসম, শান্তিময় নিরুপম,
ছুটিত সংসারে শত সুখ-প্রস্রবণ।

তুমি নাহি পরশিলে,
সংসারের শোক-তাপ-দুখ-বিড়ম্বনা,
প্রশান্ত মুরতি ধরি, বিচরিত ঘুরি ঘুরি,
পরিহরি বিশ্ব-ব্যাপী মরণ যন্ত্রণা।

নিবেদন।

ওরে নিবেদন, মনের বেদন, তোমাবই কই কারে?
নাহি হয় মনে, কবে কার সনে, এসেছি এ অন্ধকারে!
এ পান্থশালায়, ফেলিয়া আমায়, কোথা সে চলিয়া গেল;
দেখিনি কখন,' সে জন কেমন, যেজন আর না এল।

ওরে নিবেদন, তোমার মতন, স্বজন নাহিক আছে,
ঘুচাতে আমার, দুখের আঁধার একটু দাঁড়ায় কাছে।
বাসনা-তুফানে, আকুল পরাণে, জীবন-তরণী ছুটে,
সকলের মাঝে, বিফল বিরাজে, তাইগো কাঁদিছে লুঠে।

ওরে নিবেদন, হৃদয়ের ধন, তুমিহে পারের তরী,
সাগরের পাশে, তরঙ্গ-তরাশে, তবে কেন ঘুরে মরি।
তোমা বই আর, হৃদয়ের ভার, কে দেয় নামায়ে মোর,
কেহ না শুনিল, কেহ না বুঝিল, দুর্গমে দুর্গতি ঘোর।

ওরে নিবেদন, দুখের জীবন, পূজিয়া চরণ তব,
বেদনা যাতনা, ঘুচাব, বাসনা, মানসে ছিলরে সব।
তোমারি পূজনে, সজনে-বিজনে, ভবনে গহনে রত,
নীরবে রোদনে, বিবাদে বেদনে, সরোষে হরষে গত।

ওরে নিবেদন, যখন নয়ন, যেদিকে ফিরায়ে চাই,
তোমারি কামনা, ভাবনা, তাড়না, শুধুই শুনিতে পাই।
নীরদের তলে, ভূধরে ভূতলে, অতল সুতল পানে,
তোমারি নিকটে, সম্পদে শঙ্কটে, বিভোর তোমারি গানে।

ওরে নিবেদন, আমার মতন, রহিয়া সাগর তীরে,
পিপাসার তরে, কহ সকাতরে, কে ভাসে নয়ন নীরে?
তোমার চরণ, করিয়া স্মরণ, ভাসায়ে ভরসা-তরী,
এ মরু-মরতে, পরতে পরতে, কেনগো দহিয়া মরি।

ওরে নিবেদন, যতনের ধন, আমার নিধন বেলা—
কিধন লইয়া, দিব ভাসাইয়া, তরঙ্গে ভঙ্গুর ভেলা?

পড়িয়া শঙ্কটে ভ্রমি তটে তটে পরিয়া কামনা হার,
কে ফেলিল মোরে, কহ ঘন ঘোরে, চাহিল না ফিরে আর ?

দাও দেখাইয়া, পর পারে গিয়া, মুছিয়া যাতনা ধূলি,
নিভাই অনল, ওহে নিরমল, থাকিহে আপন ভুলি !

ছদ্ম-বেশ।

অাঁখি ভরি রাখি জল,
ধোয়াইতে সে রাঙ্গা চরণ ;
বসিবারে পেতে দেই—
স-যতনে হৃদয়-আসন।

করি কত আরাধনা,—
লভিবারে করুণার রেণু—,
প্রাণ-পথে চেয়ে থাকি,
মন-রথে বাজে যদি বেণু !

না পাই দেখিতে জেগে,
তাই থাকি বিভোর আবেশে,
সেখানেও লুকাইয়া,
চুপে চুপে চায় ছদ্ম বেশে।

এখনোত দেখা নাথ
দিল নাত, শয়নে স্বপনে,
না পাই ঠিকানা, থাকে
কোন্ পথে—কোন নিরজনে।

বারেক এ দীনে যদি
দীননাথ দিতহে চরণ,
মিটিত তিয়াষ হায়,
ঘুচে যেত নিশার স্বপন।

তুমিই !

তোমায় ছাড়িয়া, ছুটে যবে হিয়া,
হে মোর অন্তর যামি,
তোমায় ভুলিতে, কেন দাও চিতে,
কাতর জানাই আমি।
নিরজনে বসি, ডাকি দিবা-নিশি,
যখন ভাবি হে মনে,
শ্রবণ বিবরে, কি যেন কুহরে,
ভুলি, তাই তোমা ধনে।

হৃদয়-কপাট, করিয়া আঘাত,
কেন গো ভাঙ্গনা নাথ,
কেন বা পিপাসা, —তুরন্ত দূরাশা,—
নাহি কর ধূলি সাৎ ?
তোমারি এরাজ্য, হে আর্য্য, এ কার্য্য ;
তোমারি আদেশে শেষ,
তুমি হে বিনাশ, তুমি অবিনাশ,
হরষ-বিষাদ-ক্লেশ।
তুমি হে সাগর, তুমি নিরঝর,
তুমি গো সে কর্ণধার,
তবে এ তুফানে, কেন হে পরাণে,
আকুলের হাহাকার ?
তুমি নিরঞ্জন, ফিরাও বদন,
কাঙ্গাল হেরিয়া দ্বারে,
আমি আনমনা, দেখেও দেখিনা,
দারুণ ক্ষুধার ভারে।
আঁধার হেরিয়া, আলোক জ্বালিয়া,
তুমি ত রেখেছ নাথ,
পলকে পলকে, তবু সে আলোকে,
কেন হই ধূলি সাৎ ?

কোণে কোণে কত, জঞ্জাল সতত,
সঞ্জাত রয়েছে বাসে,
করিতে মোচন, এই অকিঞ্চন,
বেষ্টিত ভুজগ পাশে।
ভগন কুটির, তাই ঝরে নীর,
—নীরস রসনা হায়;
দিবস রজনী, বিবস অবনী,
ঘুরিয়া বেড়াই তায়।
জড়িত হেরিয়া, তড়িত ছুটিয়া,
ফিরিয়া ফিরিয়া চাও,
বাসনা বুঝিয়া, রসনা ধরিয়া,
গরল মাখিয়া দাও।
তোমারি লাগিয়া, পাগল সাজিয়া,
পাইনু পাগল খ্যাতি,
তোমারি লাগিয়া, জ্বলিয়া জ্বলিয়া,
হয়েছি জ্বলন-বাতি।
নিরর্থের লাগি, বেড়াইনু মাগি,
কত কি কহিব কায়,
জীবন জনম, অনর্থক মম,
বহিয়া বহিয়া যায়।

হায় নিরঞ্জন, এই অকিঞ্চন,
ভাসিয়া দুখের সরে,
কত প্রবোধিত, করে অবিরত,
কত আঁখি নীর ঝরে।
ওহে দয়াময়, দাও পদ-চ্ছায়,
জুড়া'য়ে নিদাঘ হিয়া,
নিজ দেশে যাই, দুখের বালাই,
এ সংসার তেয়াগিয়া!

সংসার।

রে সংসার, একদিন নেহারি তোমায়,
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে হৃদয় নাচিত;
ছিলে তুমি কত-আশা-ভরসা-জড়িত,
শান্তিময় বসুন্ধরা দেখাতে আমায়।

কম-কলেবর তব করি দরশন,
বিস্ময়ে হইত হিয়া মুগ্ধ অভাগার,
ভাবিতাম তুমি বুঝি স্বরগের দ্বার,
তোমারি আশ্রম হায় নন্দন কানন!

অতল-অকুল-সিন্ধু করি সন্তরণ,
সুখের সম্পদ-রাশি বুঝি হেরিবারে,
সুকৃতীর ফলে ভেসে আসে তব পারে,
জুড়াইতে জীবনের জ্বালা জীবগণ।

নাহি পাপ, পরুষতা, দ্বেষ, হিংসা-লেশ,
তুমি মাত্র অবিশ্রান্ত সুখের কারণ,
নিদারুণ শোক-তাপ-দুঃখ-নিপীড়ন—
বিরহিত, বিধাতার স্বপ্ন-ময় দেশ।

শ্বাসত, সংসারে তব করুণা বিম্বিত,
অনন্তেও ক্রিয়া তব অচিন্ত্য—অক্ষয়,
স্বর্ণ-রেণু-সম শোভা এই বিশ্বময়,
স্তরে স্তরে রহিয়াছে তোমাতে অস্তৃত।

শৈশবের সুবিমল সুকোমল চিতে
নাচিতাম ক্রীড়ারত সঙ্গি-দল সনে,
তোমারি সে মমতার সোহাগ চুম্বনে,
যোগাইত কত আশা অভাগায় দিতে।

মায়ের স্নেহের কোল সাদর চুম্বন,
দুর্ল্লভ-পিযূষ-সিন্ধু অমৃতের কণা,

ভাবিতাম ভোগ করি, তোমারি রচনা,
নৃত্য করি' সুখে নিত্য কাটাব জীবন।

সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর তলে
অসংখ্য সুখের ঢেউ উঠিত অন্তরে,
নেহারিয়া তারা-দল-ঘেরা শশধরে,
ঝরিত নির্ঝর কত নয়ন-কমলে।

আনন্দের শত উৎস ছুটিত মরমে,
নাচিত হৃদয়-তন্ত্রী ভবিষ্য আশায়,
এ রহস্য অবশ্যই তোমারি কৃপায়,
নির্ব্বাক নিস্পন্দ নেত্রে ভাবিতাম মনে

জনক-জননী-পুত্র-কলত্র নিকরে
ভাবিতাম, ভুলাইতে প্রবাসের জ্বালা,
গড়িয়া রেখেছ তুমি মুকুতার মালা
উপহার দিতে ক্ষুদ্র মানবের করে।

কিন্তু হায়, রে সংসার, সব প্রতারণা!
সকলি শঠতা তব সকলি যে ছল!
ফেলিয়া মোহের ঘোরে নাচা'লে কেবল
বিস্তারিয়া মায়া-জাল দিতে বিড়ম্বনা।

কেমনে বুঝিব তব এ বিচিত্র লীলা ?
—পদে পদে ঘূর্ণ চক্র পূর্ণ বক্রতায়,—
সুদূরে সাহারা হেরি মুগ্ধ হিয়া হায়,
সকাশে বিকাশে মিথ্যা প্রসন্ন সলিলা।

অনুভবি তোমা এবে গরল জড়িত,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, করে উচাটন,
পদে পদে পশি প্রাণে দুঃখ নিপীড়ন,
অনন্ত-নীরয় তব নিবাসে নিহিত ।

বিষম-বিষাদ-বিষে অবিচ্ছিন্ন লেখা
শোক-তাপ শঙ্কটের কঠোর ভাষায়,
তোমার পিশাচ মূর্ত্তি, অঙ্কিত তাহায়,
শত আড়ম্বর পূর্ণ বিড়ম্বনা রেখা।

'নাহি প্রাণ করে আর তোমার কামনা,
—সাগর-সিঞ্চিত-সুধা, দিব্য পারিজাত,—
বিদাও সংসার মোরে করি প্রণিপাত,
আঘাতে আঘাতে আর দিওনা বেদনা।

শান্তি।

ভুবন-মোহিনী মা আমার,
বাসনা-কণ্টক ফুটে, রসনা গিয়াছে টুটে,
তাহে হিয়া শতধা আবার !
বসিয়া তোমার পাশে নির্ব্বাণ সোপান আশে
সকাতরে ডাকি একবার।

এস দেখি স্নেহের আধার !
হের হের একবার, হৃদয়ের অন্ধকার,
শশীহারা মসীর আগার।
নাহি সে সুবর্ণ রবি, —শিকরে সহস্র ছবি,
আবরিত নীরদে আবার।

এস মাতঃ মানস-মন্দিরে ;
একবার প্রাণভরি, শ্রীচরণ পূজা করি,
মরমের মন্দাকিনী নীরে।
থাকিবে না অভাগার অবিরাম অশ্রুধার
সাহারার মরীচিকা তীরে।

জননি গো, হিয়ার অনল
তুমি পার জুড়াইতে, নিবারিতে, নিভাইতে,

সংহারের এ খর গরল।
তোমার করুণা ধারে কি আলোকে অন্ধকারে,
হেরে আঁখি, ধরা নিরমল।

সুখময় তব নিকেতনে,
নাহি শোক-তাপ-পাপ, এ দাব-দাহের দাপ,
বিজড়িত সাগর-বন্ধনে ;
রহিয়া তোমার বাসে, ছেদিব বাসনা পাশে,
ভুলি শত বিফল ক্রন্দনে।

এস গো হে জননি আমার,
তরঙ্গ-তাড়নে প্রাণ ভগ্ন-মগ্ন-অবসান,
স্থান দাও অঙ্কে একবার ;
থাকি ওই নিকেতনে, নিরজনে নিজমনে,
রুদ্ধ করি নরকের দ্বার।

প্রেম।

তোমারি পরশে, হৃদয় সরসে, সুখের লহরী উঠে,
তোমারি কৃপায়, ভুলি যাতনায়, তাই গো আসি হে ছুটে।
জীবন ভরিয়া, দেখিয়া দেখিয়া, তোমারি সুচারু ছবি,
নির্ব্বিকার মনে, দুর্ব্বিপাক বনে, ভাবিহে উষার রবি।

দুখের তাড়নে, যখন মরমে, মরণ-কামনা চায়,
তব আকর্ষণে, ফিরে আসে মনে, সুখের মলয় বায়।
সদা অনুভবি, তব মুখ-চ্ছবি, শুনি গো তোমারি গান,
তোমারি যতনে, তোমারি কারণে, সানন্দে নাচে গো প্রাণ।

তোমারি হিল্লোলে—করুণা-কল্লোলে,—উল্লাসে নাচে হে বুক
তোমারি কৃপায়, হিয়া ভরে' যায়, থাকে না যাতনা দুখ।
সংসার-কামনা, তোমারি বাসনা, তুমি সে ভেলা এ ভবে,
তুমি গো মিলাও, তুমি গো হারাও, হাসাও কাঁদাও সবে।

তোমারি বাঁশরী, করুণা বিতরি, ছুটে গো জীবের পানে,
জুড়াও যাতনা, ঘুচাও ভাবনা, কামনা বহিয়া প্রাণে।
সাধকের চিতে, ভক্তি আঁকিতে, শক্তি বিকাশ তব,
গুরুজন পরে, শ্রদ্ধার ভাস্করে, বিনাশো আঁধার সব।

মায়ের বদনে, রহিয়া গোপনে, বিতর স্নেহের রাশি,
দম্পতির প্রাণে, আলিঙ্গন দানে, বাজাও মোহন বাঁশী।
পলকে পলকে, তোমারি পুলকে, বিপুল আলোক পেয়ে,
শুনি তব বেণু, ছুটি যায় ধেনু, বৎস পানেতে ধেয়ে।

তোমারি কৃপায় বিহঙ্গম গায়, কুলায়ে বিভুর গান,
আপন সন্তানে পরম যতনে করেছে আধার দান।

মৎস্য, সলিলে, উৎস হেরিলে, তোমারি ইঙ্গিতে ছুটে,
পতঙ্গ পাবকে, শ্বাপদ শাবকে, হেরিলে পড়েছে লুঠে।

নিখিল-সংসারে, পরাজে তোমারে, নাহিক শকতি কার,
ভেসে আঁখিজলে, তব হৃদি তলে, ঘুরে ফিরে বার বার।
তোমার বন্ধন, পেরেছে যেজন, ছেদন করিতে হায়,
অনল-গরল, বাসনা বিফল সকলি তেয়াগে তায়।

কাল-স্রোত।

কোন দিকে নাহি চাও, ধীরে ধীরে কোথা যাও,
গরবে নীরবে গেয়ে আপনার মনে ;
সাড়া-শব্দ নাহি পাই, ডাকিলে উত্তর নাই,
অবিরাম গতি অত কার অন্বেষণে ?
নাহি মাত্র অবকাশ, পল-দণ্ড-দিন-মাস,
ঋতু-বর্ষ-যুগ-কল্প কিম্বা নিশামান,
নাজানি কাহার কাছে, কি কাজ পড়িয়া আছে,
খর বেগে তর গতি তাই এ প্রস্থান।
না মানি আকাশ, সিন্ধু, পবন তপন-ইন্দু,
প্রান্তর কান্তার আদি তরু মরু দেশ,

কিবা ধরা ধরাধর সকলের অধীশ্বর—
কহ শুনি কর তুমি কোথায় প্রবেশ ?
কোথায় তোমার দেশ, কেন তব হেন বেশ,
অন্বেষণে তত্ত্ব কিছু না পাই সন্ধান,
আদি-অন্ত-মধ্য নাই যথায় তথায় যাই
শুধুই হেরিছে তব অনন্ত প্রয়াণ।
কহ তুমি কি কারণ কর অত বিচরণ,
না হয় ধারণা ধ্যানে জনম তোমার,
বুঝিবার সাধ্য নাই, ভ্রমিছে ব্রহ্মাণ্ড তাই
তব সঙ্গে নানা রঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে তার।
কি যেন অমূল্য নিধি, সৃজিয়াছে তোমা বিধি,
ঘুরে ফিরে তব চক্রে জীব সমুদয়,
কারে দাও রাজধন, কারো লও সিংহাসন
দেখাইতে এ সংসার সুখ দুঃখময়।
নানারূপে নানালোকে কখন বা রোগে শোকে
তব বলে জ্বালাতন হয় চিরকাল।
শতধা বিচ্ছিন্ন কা'র করি স্বর্ণ কণ্ঠ-হার,
অকালে সাজাও হায় পথের কাঙ্গাল।
চুমি পূত সুত-মুখ, কেহ লভে স্বর্গ-সুখ,
তীব্র শোকে ছুটে কেহ উন্মাদ সাজিয়া ;

কেহ বা গর্ব্বিত মনে, ভুলে, সেই নিরঞ্জনে,
সমুখে সুখের শত সম্পদ হেরিয়া।
আশা-মৃগ-তৃষিকায়, কারো প্রাণ ভেসে যায়,
অব্যক্ত অচিন্ত্য তব স্রোতে দুর্নিবার,—
তুমি দয়া কর যারে, ডুবে সুখ-পারাবারে,
সুযশ-সুখ্যাতি তার আদর্শ ধরার।
কিন্তু হায় ওরে কাল! ঘুরি ঘুরি চিরকাল,
ভ্রমিবে তুমিহে নিত্য অবিরাম গতি,
তোমার মহিমা বলে, কি অনন্তে জলে-স্থলে,
চির দিন রবে ভবে তোমার ভারতী।
প্রাক্তনে দৈবের ফলে, পাষাণ ভাসেহে জলে,
সে সব মহিমা মাত্র তোমারি কৃপায়,
তুমি যার অনুকূল, অবশ্য সে পায় কূল,
সম্পদ শঙ্কট সব তব সঙ্গে ধায়।

আশার ছলনা।

—:•:—

প্রবাসের পথ, সুধাতে সুধাতে, তোমায় আমায় দেখা,
কত ব'লে ছিলে, কত ঢেলে দিলে, ছিলনা তাহার লেখা।

"এস এস বাছা, এস মোর সাথে, যা ভাবিবে তাই পাবে,
করুণার সিন্ধু, সুধাময় ইন্দু, সবায় আমায় ভাবে।

জীব-দল হেথা জীবন ভরিয়া, আমায় কামনা করে,
তাই প্রাণ ভরি, সুধাপান করি, ক্ষুধা হরে মোর বরে।

অবারিত সদা, আমার দুয়ার, আসিবার বাধা নাই,
এস হে বাছনি, সুখে রবে তুমি, ডাকিগো তোমায় তাই।

অজানিত পথ, অজানিত দেশ, অজানিত সব তব,
রহিবে যতনে, হেরিবে হরষে, অমর দুর্লভ ভব।

সংসার তিয়াষ, নিদারুণ অতি, নাহি তিরপিত তার,
আমার আশ্রমে করিও বিশ্রাম, রবেনা শ্রমের ভার।

ভিখারীর শিরে, রাজ-ছত্র ধরি, গাহিয়া মধুর বুলি,
মূঢ় নরে আমি, বিদূর সাজাতে, ক্ষণেক নাহিক ভুলি।

অকুল সাগর, কিম্বা মরুভূমে, যে মোরে কাতরে ডাকে।
সদয় হইয়া, হৃদয় খুলিয়া, বিদায় করিহে তাকে।

অন্তিম সময়, দীর্ঘজীবী হয়ে, নিয়তি ভিতর রই,
বিষয়-বিপিন, অধিকার মোর, কারে ছাড়া আমি নই।
শুনিয়া তোমার, মধুর ভারতি, নাচিয়া উঠিল হিয়া,
করিয়া যতন, পূজিনু চরণ, মরণ ভুলিয়া গিয়া।

অয়ি মায়াবিনি, কুহুকিনী আশা, ডুবিয়া অকুল নীরে,
ডাকিয়া তোমায়, কই পাই কূল, কই নিলে তুলে তীরে।

বরষের পর, বরষ চলিল, জগত ভরিল সুখে,
বিষাদ মাখিয়া, রহিল অভাগা, দুখের অতল কূপে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাটাইনু কাল, জীবন হইল শেষ,
বুভুক্ষিত প্রাণ, রুক্ষ কেশ শিরে, এই কি করুণা লেশ?

জীবন ভরিয়া, তোমায় সেবিয়া, তোমার আশার আশে,
দেখিনু দিধীতি, আবার আরতি, সেইসে আঁধার বাসে।

অক্ষ-ক্রীড়া-চ্ছলে ডুবালে পাণ্ডবে, অকুল বিপদ-নীরে,
মৈথিলী হইয়া, কুলিষ আঘাত, করিলে রাবণ শিরে!

ধন্য তব মায়া—করুণার কণা,—ধন্য উদারতা তব,
মুখেতে দেখায়ে, সুখের স্বপন, দুখেতে ঢাকিলে ভব।

সংসার প্রবাস, তব রঙ্গভূমি, জীবন নাটক তার,
সাঙ্গ নাহি হয়, এরঙ্গ তোমার, থাকিতে অঙ্গের ভার।

ধনে প্রাণে যার, হয় সর্ব্বনাশ, তাকেও দেখাও তুমি,
—কত মহামন্ত্র, কহি তার কাণে—শ্মশানে স্বরণ ভূমি।

অযাচিত ভাবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ভ্রমিছ সকল দ্বারে,
অকূলে পড়িয়া, আকুল মানব, তোমারি দুকুল ভারে।

স্নেহোপহার।

—:•:—

(স্বীয় কন্যার বিবাহোপলক্ষে)

কেন আজি হায় বুক ভেসে যায়,
ওমা নিরুপমে * নয়ন জলে,
কেন বা এ হিয়া, যেতেছে দহিয়া,
তোমা সম্প্রদান করিব ব'লে !
মনের বেদন করিতে গোপন,
যতই যতন করিগো হায়,
অতীত স্বপন, চিতার মতন,
হিয়ার ভিতর দহিয়া যায়।
কেহ নাহি হায়, তোমা পানে চায়,
কেহ নাহি তোমা যতন করে,
পথে কুড়াইয়া, যেনরে আনিয়া,
ছিলাম তোমায় হৃদয় ভ'রে।
তুমি অভাগার পারিজাত হার,
নেহারি তোমার বদন-শশী,

---

* কন্যার নাম নিরুপমা।

হৃদয়-গগন, উষার বরণ
হয় মা ঘুচিয়া যাতনা মসী।
জননী-সোদর, সাগরের পার,
ডাকিলে নাহিক আসিবে আজ,
কেবা মা পরা'বে কেবা মা সাজাবে
শ্রী-অঙ্গে তোমার বিবাহ সাজ।
সম্প্রদান তোমা করিহে এস মা
হৃদয়-সুষমা মুছিয়া চোক,
স্মরি প্রজাপতি, অগতির গতি
করিয়া কামনা কুশল হোক।
মুছিয়া নয়ন করিও গমন
শ্বশুর ভবন স্বরগ ভূমে;
শ্মশান আগর, অমার আঁধার,
পিতার আবাস চিতার ধূমে।
গৃহিণী সাজিয়া, আবাসে যাইয়া,
সংসারের কাজ করিও যত,
অসংখ্য অশেষ, গুরুর আদেশ,
রাখিও হৃদয়ে হারের মত।
মৈথিলী হইয়া, আপন ভুলিয়া,
ছায়া-সম থেক স্বামীর পাশে,

সুভদ্রা সমান, করুণার গান,
গাহিও সতত রোগীর বাসে।
আতিথ্য সেবায়, স্মরিও কৃষ্ণায়,
অরুন্ধতি-কথা রাখিও মনে,
অন্নদার মত, অন্নদানে রত,
থেক মা নেহারি অভাবি জনে।
সাবিত্রী সাজিয়া পবিত্র হইয়া,
খেলিও চাতুরী যমের সনে,
নলের উদ্দেশে, দময়ন্তী বেশে,
ফিরিও সতত স্নেহের বনে।
কৌশল্যার মত, কুশল সতত,
করিও কামনা সবার তরে,
কমলা হইয়া, করুণা করিয়া,
পর-তরে যেন নয়ন ঝরে।
সম্পদে শঙ্কটে, ভেব পদে পদে,
দয়াময় বিভু পরম ধন,
স্নেহের আধার, হবে মা সবার,
দেখিবে আনন্দে নন্দন বন।

সঙ্গীত।

স্বরগের সুধা তোমা, কে আনিল ধরাতলে,
হে সঙ্গীত, সংসারের রঙ্গভূমে কুতূহলে!

মরমে মরমে পশি মরমের কথা কও,
হৃদয়-আসনে বসি হৃদয়ের সখা হও।

কেমনে পশিলে ভবে, কোন নিরঝর দিয়া
আকুল করিতে প্রাণ কাণের ভিতর গিয়া।

ভ্রমরের গুন্ গুনে ঝিল্লীর মধুর তানে
ললিত-বিহগ-কণ্ঠে মানবের প্রাণে প্রাণে;

জীবের সন্তাপ হরা তোমার মধুর তান
কোন্ উপাদানে কবে কে করিল নিরমান?

সংসার খাণ্ডব বনে তাণ্ডব অনল-রাশি
নির্ব্বাণ করহে শুধু তুমি গো গীর্ব্বাণ আসি।

হৃদয়ের হুতাশন, রোগ-শোক-দরিদ্রতা,
পরাস্ত তোমার কাছে ভবের সমস্ত ব্যথা।

সঙ্গিহীন ভয় ভীত শ্রান্ত-পান্থ নিরুপায়,
স্মরিয়া তোমার স্বরে দুস্তরে নিস্তার পায়।

বিমুগ্ধ সংসার, শুদ্ধ বদ্ধ যার পদ তলে,
স্বরগের সুধা তোমা কে আনিল ধরাতলে!

অবকাশ।

পথ পানে বড় আশে, চেয়ে থাকি বার মাস,
কবে আসি মোর বাসে, দেখা দিবে অবকাশ!
কত দিনে নেহারিব, সুচারু চাঁদের ভাতি,
নিভাইব,—জুড়াইব,— শুখাইব অশ্রু পাঁতি।
হৃদয়ের তন্ত্রী দল, কত বাজে প্রাণে প্রাণে
পেয়ে তব নব বল, তোমারি মধুর তানে।
বহু দিন পরে, আজ (পরিয়া দীনের বাস)
খুলিলে সুখের সাজ. কেন ওহে অবকাশ!
কেন আজি নাহি ঝরে, অধরে মধুর হাসি,
কেন আজি মোর ঘরে, বাজেনা তোমার বাঁশি।
নিরদয় কেন হেন, আমায় কাঙ্গাল দেখে,
কাঁদাতে রেখেছ যেন, শিশুরে আঁধারে ঢেকে।

ঘুরি ফিরি সব ঠাঁই,
কোন খানে কিছু নাই
হাসিমাখা মুখে মুখে
কে জ্বালিল মোর বুকে,
কি দুখে মুদিল আঁখি,
কি দেখি খেলিল ফাঁকি,
সকলি যে আভাহীন,
আশাহীন, ভাষাহীন,
কিযে নাই, কিযে চাই,
কি বা নাই কি বালাই
অবকাশ, হর দুখ,
চুমিয়া জুড়াই বুক,

পথ, ঘাট, ঘর, দ্বার,
"নীরবের হাহাকার ॥"
আনন্দের কোলাহল,
রাবণের চিতানল ?
রবি, শশী, তারা-হার,
পোষা পাখী অভাগার !
শোভাহীন বাড়ী ঘর,
উষাহীন চরাচর !
কিযে ছাই হেরি ধীরে,
আঁখি ঢাকে আঁখি নীরে !
এনে দাও হেম-হার,
একবার ! একবার !!

বিবিধ কবিতা।

অদৃষ্ট।

—•—

(১)

আপনার বর-বপু আবরি আঁধারে,
ইঙ্গিতে নাচাও বিশ্ব অদৃষ্ট জননা,
তোমার লহরী-লীলা দেহ-পারাবারে,
শত্রু মিত্র তুমি মাতঃ, অনন্ত রূপিনী।
তোমারি আদেশে ভাসে জীব সমুদয়,
দুর্ব্বার সংসার স্রোতে,—সুখ দুঃখময়।

(২)

এ সংসার মা তোমার ক্রীড়া নিকেতন,
পরাস্ত তোমার কাছে সমস্ত কামনা ;
অনন্ত অচিন্ত্য তব অব্যক্ত কারণ ;
নিয়ন্তারো চিত্তে নিত্য তব আরাধন।
ক্ষুদ্র নর ঘুরে ফিরে তব চক্র-বলে,
কেহ না নিষ্কৃতি পায় তোমার কৌশলে।

(৩)

আঁধার আকাশে মাতঃ তুমি ধ্রুব-তারা,
আবরিত অবিরত আপনার মনে,
নিজ অনুধ্যানে তবু মত্ত, আত্মহারা
ভ্রান্ত নর, অবিশ্রান্ত তোমারি মন্থনে।
যত চেষ্টা যত যত্ন করিয়া দলন,
করহ তুমি হে স্বতঃ অভীষ্ট সাধন।

(৪)

তুমি মা সদয় যারে, পলকে পলকে
হেরে সে, হরষে, সুখ সুধায় পূরিত,
তোমারি কৃপায় পায় বিপুল পুলকে,
স-হাস্যে বিশ্বের বিভু—হাস্য—বিজড়িত।
সবায় তাহায় করে সাদর সম্ভাষ,
যাহার প্রাক্তনে তব আসক্তি বিকাশ।

(৫)

যার গলে ঝোলে তব কোহিনুর হার,
ধন, মান, যশ তার ধরেনা ধরায়,
কটাক্ষে করিয়া পূর্ণ শূন্য তরী তার
আদেশ নিমিষে হ'তে উত্তীর্ণ তাহায়।
সম্পদ বিপদ সব তোমারি ইচ্ছায়,
পরিত্রাণ, ধ্বংস, জয় তোমারি আজ্ঞায়।

(৬)

অস্তমিলে অদৃষ্টের সুখের তপন,
নিক্ষেপ করগো নরে দুঃখের পাথারে,
স্বপ্ন-সম সুখ-শান্তি করিয়া হরণ
কাঙ্গালের বেশে হায় ভাসাও তাহারে।
নহে যেই কণা-মাত্র কৃপা-পাত্র তব
নিমিষে বিনাশ তার বিপুল বিভব।

(৭)

ভুঞ্জে নর কত দুঃখ, কত নিপীড়ন,
মা তোমার করুণার অভাবের ফলে ;
কৃপানেত্রে জীবে তুমি দিলে দরশন,
জ্বলিতনা জীব, ভব,—তীব্র দাবানলে।
কণামাত্র হিতাহিত না করি বিচার,
বন্ধকর অন্ধ নরে কর্ম্মডোরে তার।

(৮)

তুমি বিমুখিনী হ'লে তাহায় অচিরে,
উষর ভূমেতে নক্রে করে আক্রমণ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় তার শিরে,
অকাট্য বিধান তব না হয় খণ্ডন।

সম্রাটের ভোগ হয় কাননের ফল,
তৃণ-শয্যা, পরিচ্ছদ বৃক্ষের বল্কল।

(৯)

নিয়ম নিবদ্ধ থাকি নিয়তি ভিতর,
শৃঙ্খলিয়া নরে তুমি কর কত লীলা,
তোমার প্রসাদ প্রার্থী সবার অন্তর
ভবে এসে হেরিবারে আনন্দের মেলা।
কিন্তু মা জুড়াও কারে প্রশান্ত সমীরে,
কারে বা ডুবায়ে' রাখ অমার তিমিরে।

(১০)

সবে ত শরণাগত সতত চরণে,—
তবে কেন হাসি কান্না সংসার জড়িত,
কেহ পুড়ে শোক-তাপ-দারিদ্র্য-পীড়নে,
কেহ বা মা উষালোকে হয় আলোকিত
করুণা পূরিত শুধু হ'ত তব প্রাণ
কে বলিত রঙ্গভূমি উলঙ্গ কৃপাণ।

হরিষে বিষাদ।

(১)

কেন এ ঘুমের ঘোর ভেঙ্গে গেল হায়,
বহু দিনে একবার স্বপ্ন-রাজ্যে মা আমার,
ধীরে ধীরে দরশন দিলেন আমায়,
—কমনীয় বর-বপু মাখা করুণায়।
যাতনা জুড়াব বলে 'ছিলাম সুষুপ্তিকোলে,
ঘুম ঘোরে সুদুর্লভ স্নেহ-প্রস্রবণ
ছড়াইয়া দিল প্রাণে জননী তখন।

(২)

সে অমৃত-পারাবার,—অপার অতল,—
মুখেতে প্রীতির ভার, কণ্ঠেতে বিনয় হার,
নিরমল-নীর-নিভ বাৎসল্য তরল,
বিভাসিত যেন হায় বিকচ-কমল;
সেই নিরুপম হাসি, অকপট স্নেহ-রাশি,
স্বর্গের সুষমা মাখা অঙ্ক সিংহাসন,
সঙ্গে ল'য়ে মা আমার দিলা দরশন।

(৩)

জ্যোৎস্না রচিত সেই শুচি সুবদন,
শঙ্কটে বিষাদ রেখা, সম্পদে আনন্দ লেখা,

যাতনার পেলে দেখা ছুটিত রোদন ;
অভাবের শত গাথা থাকিত গোপন ।
রুগ্নহেরে পাগলিনী কাটি দিবা নিশীথিনী,
অনন্ত দুখের দাহে দহিত যেমন,
মনি-পূর্ণ খনি সেই স্নেহ-নিকেতন ।

(৪)

হেরিলে বদনে, দুখ অবসাদ ভার,
অনশনে জাগরণে যাপিতেন শূন্য মনে,
উথলি উঠিত হৃদি-সিন্ধু করুণার,
রোদনের—বেদনের তীব্র হাহাকার ।
স্বর্গাদপী গরীয়সী, মসী হীন স্বর্ণ-শশী,
বিদূরিত হৃদয়ের দূরীত আঁধার,
হেরিনু মায়ের সেই মুরতি, আমার ।

(৫)

কোথায় লুকা'ল সেই সুচারু আনন !
এই যে দেখিনু হায় শৈশবের রঙ্গালয়,
সানন্দে লভিনু শত সোহাগ চুম্বন,
বিরহিত সংসারের দুঃখ নিপীড়ন,

অপার প্রীতির ভরে, জননীর অঙ্ক'পরে,
হেরিলাম ত্রিদিবের নন্দন-কানন,
সুশোভিত শত-শত পারিজাত ধন।

(৬)

এই বাড়াইনু কর ধরিবারে শশী,
ক্রোড়-সিংহাসনে উঠি, পড়িলাম লুঠি' লুঠি,'
উল্লাসে উঠিল প্রাণ গগন পরশি,
সাঁতারিতে উর্দ্ধে হেরি সুনীল সরসী।
শুনি ঘন গরজন, চমকি উঠিল মন,
শূন্য হেরি ধরাশূন্য পুণ্যময় প্রাণে,
চকিতে চাহিনু পুনঃ জননীর পানে।

(৭)

নাহি আর নাহি সেই স্নেহের আধার,
—সুন্দর সিন্ধুর খেলা সিকতা-সজ্জিত বেলা,—
জ্যোৎস্না জড়িত চারু চন্দ্রিকার হার,
আবরিত রাশি-রাশি অমার আঁধার।
হায়, দয়াময় বিধি, কেন হরি' নিল নিধি,
সৃজন করিয়া হেন সুখের স্বপন,
সুষুপ্তির অঙ্কে কেন দিল জাগরণ!

বিদায়।

—:•:—

তোমার নিশিত শরে সংসার বিধ্বস্ত করে,
নিরদয় বিদায়ের গান!
কঠোর মূরতি তব, আচ্ছন্ন করি হে ভব,
অবিচ্ছিন্ন ছুটে যায় প্রাণ।
সৃষ্টির সুষমা রাশি প্রকৃতির উচ্চ হাসি,
তুচ্ছ, হায়, তব বাহু বলে,
কভু মিশি অশ্রুধারে, কভু করুণার হারে,
বাঁধা থাকে নীরবের গলে।
ত্রিদশের শত শোভা ত্রিযামার মন লোভা
কোহিনুর সজ্জিত গগন,
সুনীল ফেনীল সরে, তরঙ্গ নিকরকরে,
রঙ্গ ভরে সুখে সন্তরণ।
বিকচ-কুসুমাবলী, শোভা করে বনস্থলী,
গায় পাখী ললিত ভাষায়,
অনন্ত প্রীতির সিন্ধু সংসারের শত ইন্দু
নৃত্য করি, চিত্ত হরি' যায়;
এই দিন, এই রাত, নিদাঘ, বরষা, বাত,
হাসে, খেলে, প্রকৃতির সনে,

তোমার ইঙ্গিতে হায়, তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়,
ব্যঙ্গ করি, অভিন্ন বন্ধনে।
অসীম আশার আশে, সসীম এ পরবাসে,
আসে জীব পুলকে পুরিত,
পাষাণ বাঁধিয়া প্রাণ, বিনাশ বিষাণ বাণে,
শুনাইয়া কঠোর সঙ্গীত।
তোমার কোমল প্রাণে, হ'লে হে বিদায় গান,
ধরা হ'ত সুখের আগার,
যেখানে যা আঁকা আছে, থাকিলে তাহার কাছে,
কে বলিত তোমার সংহার!

চিরকারী *

—:o:—

ওরে বাছা চিরকারি লও অসি করে,
বধ তব জননীর প্রাণ,

---

* মহাভারতে আছে মুনি মেধাতিথি তাঁহার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পুত্র চিরকারীকে মাতৃহত্যার আদেশ করিয়া একখানি তরবারি তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে যান। এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত।

পদে পদে অপমান করেছে আমারে,
প্রতিশোধ করহ প্রদান !

মেধাতিথি, পিতা আমি, মোর অনুমতি
অবজ্ঞায় ক'রনা লঙ্ঘন ;
পাপীষ্ঠার ছিন্ন-মুণ্ড আজি বসুমতী
অবিলম্বে করুক চুম্বন।

চলিলাম বৎস, আমি তীর্থ পর্য্যটনে,
এ কথাটী থাকেহে স্মরণ,—
পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞার কলঙ্ক অর্পণে
কলুষিত ক'রনা জীবন।

পিতার আদেশে, বিষে জর্জ্জরিত মন
চিরকারী চিন্তায় মগন,
"পিতা ধর্ম্ম পিতা সর্গ" শাস্ত্রের বচন
স্বপ্ন সম হইল স্মরণ।

জন্মদাতা পিতৃদেব জীবন আধার,
শিরোধার্য্য যত কার্য্য তাঁর,
উত্তরিতে সংসারের ক্ষুব্ধ-পারাবার
পিতা বিনা গতি নাই আর।

সংসারের সুখ-শান্তি, জুড়া'তে জীবন,—
করুণার কণা পিতা তার,
দুর্ল্লভ মানব-দেহ, দুর্ল্লভ জনম
জনকের করুণার হার।

পিতার করুণা বিনা কি হ'ত উপায়,
কোথা যেত ভাসিয়া জীবন,
জ্বলিতাম নিদারুণ দুঃখ যাতনায়
সহিতাম শত নির্য্যাতন।

পিতার আদেশে নাশি' নিমিষে জননী,
খ্যাত হ'ল "রাম" চরাচর,
প্রত্যাখ্যান করি আজ্ঞা দহিব ধরণী
নিদারুণ কোপানলে তাঁর?

ও হো হো! উন্মাদ সম, প্রমাদ গণিয়া,
কোন্ কার্য্যে চিত্ত অগ্রসর?
পাশব প্রকৃতি-পাশে বদ্ধ হবে হিয়া,
চিন্তা করি দহে যে অন্তর!

অস্ত্রাঘাতে জননীরে করিব নিধন,
পালিবারে পিতার নিদেশ,

যাঁহার কৃপায় দেহে পেয়েছি জীবন,
  যিনি মোর স্বরগের দেশ।

যাঁহার করুণ-পূর্ণ স্নেহের চুম্বন
  মুছে দেয় হিয়ার গরল,
যে মায়ের স্বর্গ-সম ক্রোড়-সিংহাসন
  শৈশবের রাজত্বের বল,

জননীর সুধামাখা অধর চুম্বন
  —নিভে যা'য় প্রাণের অনল,—
সংসার মরুর মাঝে নন্দন-কানন,
  তাপিতের ছায়া-তরু-তল ;

জননী যে দরিদ্রের রতন সম্ভার,
  —কর্ণধার পয়োধীর নীরে,—
পূজ্যপাদ দেবী-সম মূর্ত্তি করুণার,
  রাজচ্ছত্র ভূপতির শিরে !

দুর্ল্লভ পিযূষ-সিন্ধু জননীর স্তন,
  পান করি সেই সিন্ধু-নীর,
পাষণ্ড-প্রকৃতি হ'য়ে করিব ছেদন,
  চণ্ডালের মত তাঁর শির ?

এ অধর্ম্ম কর্ম্ম মনে হ'লে অভাগার,
—মর্ম্মান্তিক পিতার নিদেশ,—
মর্ম্মস্থান হ'তে যেন ছুটে ঘর্ম্মধার,
পশে প্রাণে মরণের ক্লেশ।

যখনি এ পাপ লিপ্সা জেগে উঠে মনে,
হেরি যেন সকলি অসার,
নিমিষে হারাই সব কাল পরশনে,
ধরা হেরি নরকের দ্বার।

দেখা'বনা পাপ মূর্ত্তি মায়েরে আমার,
করিবারে কলঙ্ক রোপণ,
বলিতে বলিতে প্রাণ—কাঁপি একবার,
চিরকারী যোগে নিমগন।

মেধাতিথি নিয়োজিত তীর্থ পর্য্যটনে,
অণুমাত্র নাহি শান্তি তাঁর
নিদেশিয়া আপনার দয়ীতা নিধনে,
শুধু চিন্তা "কি হল' আমার!"

চিরকারী করে'ছে কি মায়ের বিনাশ?
হিতাহিত করেনি বিচার!

চিন্তা করি একবার হেন সর্ব্বনাশ
  অন্তর কি কাঁপেনি তাহার !

পাষণ্ড, পামর, মোর কি হবে উপায়,
  সকলি যে হ'লরে বিফল !
দারুণ অমর্ষ বশে অধীরিয়া হায়,
  নিজ-গৃহে দিলাম অনল ?

এখন কোথায় যাই, কি হইবে গতি,
  যাতনার নাহি পরিসীমা,
নারী-হত্যা ঘোর পাপে করি অনুমতি,
  মাখিলাম কলঙ্ক-কালিমা ?

অনুতাপে পুড়ি' পুড়ি' দিবস রজনী—
  মেধাতিথি ফিরিলেন ঘরে,
স্বাগত, স্বামীকে হেরি সতী-সীমন্তিনী
  পড়িলেন চরণের পরে।

সম্বোধিয়া মুনিবর মধুর সম্ভাষে
  সুখে করি প্রেম আলিঙ্গন,
কহিলেন, প্রিয়ে, আমি আপন বিনাশে
  করিয়াছি তোমা নিপীড়ন।

এখন সুধই হায় কোথা চিরকারী—
অবিলম্বে কহ বিবরণ ?
কহিলেন সতী, নাথ, অই অসিধারী
প্রাণাধিক যোগে নিমগন।

অনুতপ্ত মেধাতিথি মুছি আঁখি জল,
পুত্র-পাশে দিলে দরশন,
বিকশিত হ'ল সুত-নয়ন-কমল,
—চুমিবারে পিতার চরণ।

মহাসুখে মুনিবর পুত্রে কোলে ল'য়ে
চলিলেন গৃহে আপনার,
ঘুচে' গেল চিন্তা, ভয়, যেন ধন্য হ'য়ে
হেরিলেন সোণার সংসার।

কাঙ্গালিনী মা।

—o—

ভারত জননী —জননী আমার—
ধরাধর কিরীটিনী,
পয়োধর যাঁর, বিশাল-সাগর,
সেই মাতা কাঙ্গালিনী ?

শ্যামল-প্রান্তর, অঞ্চল যাঁহার,
অনন্ত জ্যোৎস্না, ভাতি,
হীরক মণ্ডিত, গগন মণ্ডল,
শোভিত যাঁহার রাতি।
শশাঙ্ক চুমিত সাগর-তরঙ্গ
হৃদয়-ভূষণ যাঁর,
সায়াহ্ন-আকাশ, তরুণ-অরুণ,
দামিনীর হাসি, হার।
বিহগ-কাকলী, বীণার ঝঙ্কার,
ভাষা, হরা প্রাণ মন;
অনন্ত পবন নিশ্বাস প্রশ্বাস,
রবি-শশী, দরশন।
পত্র-পুষ্প-ফলে সুসজ্জিত তনু,
প্রভঞ্জন ভীম-বল,
উৎস, স্রোতস্বিনী, পিপাসার জল,
প্রস্রবণ ঘন-দল।
তুহিন-কণিকা, আনন্দাশ্রু যাঁর,
বিপিন, বিজন-বাস,
বর্ষ, ঋতু, মাস, দিবস, রজনী,
যাঁহার নীবিত পাশ,

যেই জননীর শস্যের সম্ভার,
প্রস্থত সমগ্র দেশ,
এমন সুভগা মায়েরে আমার,
কে দিল দারিদ্র্য বেশ ?
ভারত, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ,
পূরিত যাঁহার গেহ,
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ,
আবৃত যাঁহার দেহ,
ওষধি নিকরে, পরিপ্লুত কায়,
মকরন্দ, সুধা-ধার,
ব্যসন, বাণিজ্য স্থাপত্য-নিকর,
যাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভার,
উদ্যম, উৎসাহ বৈর-নিপাতন
অঙ্গ-অলঙ্কার যাঁর,
বীরত্ব-জনিত রুধির-প্রবাহ
আতিথ্য সৎকার হার !
দেশ দেশান্তর ধ্বনিত যাঁহার
অতুল গানের বাশী,
দেশ দেশান্তর বিক্ষিপ্ত যাঁহার
বিপুল বিভব রাশি,

আজি আলু থালু, সেই জননীর,
লুন্ঠিত কুণ্ডল ভূমে,
আজি সে বিমল— —কমল-কলিকা'
বিধ্বস্ত শ্মশান ধূমে!
কেন মা তোমার এ হেন দুর্গতি,
ধূসর সুচারু কেশ!
কেন মা ছুটিছে, নিরাশার স্রোত,
ধরিয়া ত্রাসের বেশ!
কোথায় তোমার সুকৃতি সন্তান,
চিনিত তোমায় যারা,
হেরিয়া তোমায়, আকুলা বিষাদে,
ফেলিত নয়ন ধারা!
কামনা-বাসনা, ছিন্ন ভিন্ন সব,
শুধুই যাতনা আছে,
তাই কি, জননি, দারিদ্র্য মাখিয়া,
দাঁড়া'য়ে রয়েছ পাছে?
সুজলা সুফলা, বর-বপু যাঁর,
কমলা করুণা বুকে,
দুর্ভিক্ষ পেষণে, ত্রাহি ত্রাহি রব,
কেন মা তাহার মুখে!

শিবময় শিব, চরক, সুশ্রুত,
হৃদয় ভূষণ যাঁর,
অকাল মরণ জরা জীর্ণ ভারে
কাতর পরাণ তাঁর।
মূর্খ কালিদাস— —বাল্মিকী, সুকবি
যথায় দৈবের ফলে,
বশিষ্ঠ, নারদ বিদূরীত যত
দূরীত, চরিত বলে।
হৃদয়ে ধরেনা, যাতনা অনল,
কবে গো নিভিবে হায়,
কবে গো জননি, থামিয়া এ ঝড়,
বহিবে মলয় বায়!

উমাকে শিবের ছলনা।*

দুর্গম হিমাদ্রি শিরে, নিভৃত কন্দরে,
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা সহচরী সহ

* মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের ভাবাবলম্বনে লিখিত।

শিব আরাধনে মগ্ন, নগ্ন কলেবরে,
অনাহারে অনিদ্রায় থাকি অহ-রহ।

অনন্তর একদিন কোন ব্রহ্মচারী,
উমার সমীপে এসে আনন্দিত চিত,
—পরিহিত মৃগ-চর্ম্ম জটা চীর ধারী,—
সুধা'ল মধুর ভাষে অধর কম্পিত।

"একাকিনী এ বিজনে যোগিনীর বেশে
নগেন্দ্র নন্দিনি, কহ, কি কামনা করি
—ষোড় শা রূপসী হ'য়ে,—কাহার উদ্দেশে,
সহিছ কঠোর এত দিবা বিভাবরী!

হেম-কান্তি অবিরত আবৃত বল্কলে,
নয়ন কোটর গত, রুক্ষ কেশ শিরে,
ম্লান মুখ, ধূলামাখা যেন ফুল দলে
কার লাগি বিধুমুখি ভাস আঁখিনীরে ?

বীত-রাগ কেন হেন নবীন বয়সে,
রাজকন্যা কাঙ্গালিনী কিসের কারণ,
শোভা-হীনা আভা, যেন রাহুর পরশে,
কেন তব হেন মতি কর'না গোপন।

পয়োধর-সুধা যাঁর বিশ্বের জীবন,
অনন্ত যাঁহার অন্ত না পান ধেয়ানে,
বিকীর্ণ সংসারে শত করুণাকিরণ,
কেন সেই বিলুণ্ঠিতা ধরণীশয়ানে ?

হিরণ্য-গর্ব্বের কুলে জনম যাঁহার,
মেনকা জননী, হায়, অদ্রি-রাজ পিতা,
কি দারুণ দুখে কহ জীবন তাঁহার
বলি দিতে তপস্বিনীবেশে নিয়োজিতা ?

হে সুন্দরি, নাহি তব বিভব অভাব,
নাহি শোক, নাহি তাপ, যাতনার লেশ,
স্বরগের সুখ ভোগ নাহিক কামনা,
তোমার এ পিতৃ-ভূমি স্বরগের দেশ।

কেন ধনি সঙ্কুচিতা শুনি মোর কথা ?
ব্রীড়া, ভয়, চিন্তা, দুঃখ কর পরিহার ;
পূরাব অভীষ্ট তব না হবে অন্যথা,
সাধ্যের অতীত যদি না হয় আমার।

অর্দ্ধেক তপস্যা-ফল প্রদানি তোমায়,
অবশ্য করিব তব উদ্দেশ্য সাধন,

প্রাণ দিতে নাহি কিছু আপত্তি তাহায়,
সীমন্তিনি ! ব্যক্ত কর অব্যক্ত কারণ ।

ভর্ত্তার অভাবে নাকি আর্ত্ত তব মন ?
তাহেত তপস্যা কিছু নাহি প্রয়োজন !
সবে করে যত্ন করি রত্ন অন্বেষণ
রত্ন ত কাহার' নাহি করে আরাধন !

সন্ন্যাসীর বাক্যে সতী স-লজ্জ অন্তরে,
ঈষৎ হাসিয়া,—চাহি সহচরী পানে,—
ইঙ্গিতে কহেন, সখি কহ যোগীবরে,
মগ্ন আমি বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর ধ্যানে ।

উমার আদেশে হেসে কহে সহচরী,
উল্লাস উৎফুল্ল নেত্রে, ওহে তপোধন,
কন্যার কামনা, হ'তে শঙ্কর কিঙ্করী,
চাতকিনী সম তাই উধাও নয়ন ।

স্ফুরিতে না বাক্য তার পুনঃ হেসে হেসে,
শিবের অসংখ্য কুৎসা করে অবিরল,
বিভৎস ভাষায়, বর-বর্ণিনী-উদ্দেশে—
যোগীবর, আকুঞ্চিয়া নয়ন যুগল ।

এ কি কথা সামান্তনি ! তোমার কামনা
—ও-নানা ! ভ্রম এ মম ;—এওকি সম্ভব ?
উমার কামনা-মন্ত্র শিব আরাধনা,
স্বপনে ও মানসে যা না হয় উদ্ভব !

শুনিলে যাহার নাম ঘৃণা হয় মনে,
চন্দনে পূরীষে যা'র অভেদ কল্পনা,
বিভূতি বিভব, হায় অনল প্রাক্তনে,
কণ্ঠে বিষ, বিশ্ব, মনে প্রপঞ্চ ধারণা ;

ক্ষণিক নাস্তিক চিত্তে মৃত্যুর তরাস,
পিন্ধন শার্দ্দূল-ছাল, নির্ভীক অনলে,
এমন পতিত শিবে সতীর বিশ্বাস ?
অগণ্য ভূত যার সঙ্গে সঙ্গে চলে !

শ্মশানে শবের সঙ্গ সঙ্গতি যাহার,
পল্লী-বাল ধূলা দেয় উন্মাদ ভাবিয়া,
উদরের তরে যার ভিক্ষা বৃত্তি সার,
অনির্দ্দিষ্ট আশে, কষ্টে বেড়ায় ঘুরিয়া ;—

কোন্ প্রাণে পিতা মাতা পাঠালে তোমায়
লভিতে ভাঙ্গড় বরে অতি হীন মতি ?

ছি ছি ছি! ঘৃণিত কাজ কর' নাক হায়।'
আন্তরিক ঘৃণা শিবে করে সবে সতি!

ইন্দ্র আদি দেবগণ জীবন ভরিয়া,
করিছে অনন্য মনে যাঁহার কামনা,
রাজ্যেশ্বরী হবে আহা যাদের লভিয়া,
সন্ন্যাসিনী বেশে তাঁর এই বিড়ম্বনা?

মাণিক শোভিবে, সতি দর্দ্দুরের চূড়ে?
শার্দ্দূল করিবে বাস গর্দ্দভ-ভবনে?
গ্রাসিবে শশীকে রাহু? উরগ, গরুড়ে?
মহেশে ভজিয়া, মুখ দেখাবে কেমনে?

বিকচ-কুসুমাস্তৃত কোমল-শরণী,
কুশাঙ্কুর-সম বাজে চরণে যাহার,
শ্মশান-কঙ্কাল-ভস্ম, হে বর-বর্ণিণি,
বাজিবেক শেল সম চরণে তাহার।

বর-রূপে শিবে তুমি বরিবে যখন,
শোভিবে উরগ-সূত্র মণিবন্ধে তব,
হে ধনি, ডমরু-ধ্বনী রোধিবে শ্রবণ,
বাহন হইবে তব তুরন্ত বৃষভ।

দক্ষ-যজ্ঞে ঘোরতর অভিমান বলে
তুমি সতি, একবার ত্যেজেছিলে প্রাণ,
আর বার মনোভব হর কোপানলে
ভস্ম হ'ল, সুরেশ্বরি, নাহি পেলে ত্রাণ।

অতএব ক্ষান্ত হ'য়ে শিব আরাধনে,
গৃহে যাও অবিলম্বে, অনুরোধ মম,
মম আশীর্ব্বাদে তব হৃদয় গগনে
উদিবে তরুণ রবি অতি নিরুপম।

বার বার অপরুদ্ধ হ'য়েছ সুন্দরি,
তথাপি প্রবুদ্ধ তব নাহি হ'ল চিত্ত,
ক্ষান্ত হও এ সঙ্কল্প পরিহার করি,
আমি যে সন্ন্যাসী, শিব আমারো ঘৃণিত।

সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রাণ ফাটিল উমার,
লোহিত লোচন দ্বয়, অধর কম্পিত,
ভ্রূভঙ্গ হইল দৃষ্ট, যাতনা অপার,
অবজ্ঞায় হ'ল হায় হৃদয় পূরিত।

কহেন কর্কশ কণ্ঠে, ওহে তপোধন,
কুটিল-কবলে কুৎসা খেলে অবিরত,

না বুঝিয়া মহতের কার্য্য বিবরণ,
সদাশিবে ভাব তুমি অশিবের মত।

শঙ্কট নাশের আশা, সম্পদ ভাবনা-
—বিরহিত, শান্তি মাখা অন্তর যাঁহার,
জগতের ত্রাণ মাত্র প্রাণের কামনা,
ঐহিক অলীক কার্য্যে প্রয়োজন তাঁর ?

নির্ধন, শ্মশানবাসী, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
তথাপি সে সদাশিব, সদা শিব-ময়,
ত্রিলোকের নাথ তিনি, কল্যাণ আকর,
তাঁহারি আদেশে সৃষ্টি, পালন, প্রলয়।

পূত-কলেবর তাঁর, হোক্ আচ্ছাদিত
দিব্য অলঙ্কার কিম্বা উরগভূষণে,
শার্দ্দূলের চর্ম্ম, কিম্বা বসন জড়িত,
ভস্ম অঙ্গে, অগ্নি-কণা শোভুক প্রাক্তনে ;

ভস্ম-মাখা অঙ্গ যাঁর করি দরশন,
ইন্দ্র আদি বিলুণ্ঠিত চরণের তলে,
এমন শিবের নিন্দা কর তপোধন ?
থাকিব না আর এই শিব-নিন্দা-স্থলে।

চঞ্চল চরণে—যেন সুবর্ণ-ব্রততী,—
চলিতে, চরণ উমা করেন চালিত,
অমনি সমুখে সেই ঋষি মহামতি,
রহিলেন আগুলিয়া, আনন্দ জড়িত।

পয়োধর আবরিত বৃক্ষের বল্কল,
তরাসে উরস হ'তে খসিল উমার,
চকিতে দেখেন চেয়ে,—আঁখি ছল ছল—
সমুখে নাহিক সেই তপোধন তাঁর।

বিকাশে সকাশে, ধরি বর-বপু বেশ,
কঠোর তপস্যা-লব্ধ দুর্লভ রতন,
বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়, সেই ব্যোমকেশ,
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু আঁখি সন্ধ্যার তপন।

নির্ব্বাপিল পার্ব্বতীর দুর্ব্বার যাতনা,
বহিতে লাগিল বক্ষে সুখ-অশ্রুধারা;
কল্লোলিনী, করি যেন সিন্ধুর কামনা,
অন্বেষণে ছুটিলেক; উমা আত্মহারা।

ইতিহাস।

—:•:—

ধরিয়া মোহন বেশ, ভ্রমিয়া অশেষ দেশ,
মহা সুখে ওহে ইতিহাস,
যেখানে যা চখে দেখ, যতনে আঁকিয়া রাখ,
পূর্ণ করি হৃদয়-আকাশ।
হেরিয়া তোমার কান্তি, আহ্লাদ, বিস্ময় শান্তি,
শোক. তাপ কত পাই মনে,
কভু ডুবি দুখ-সরে, কভু হাসি উচ্চৈঃস্বরে,
গাথা শুনি তোমার বদনে।
তুমি ওহে ইতিবৃত্ত, বিবরিয়া নিত্য নিত্য
না রাখিলে ঘটনা নিচয়,
থাকিয়া তিমিরে ঢাকা কিছুই যেতনা দেখা,
সব হ'ত অন্ধকারময়।
কোন্ দেশ কোন্ কালে, কাহার কৌশল-জালে
বদ্ধ হ'ল দাসত্বশৃঙ্খলে,
কোন্ দেশ কার ছলে, —রুদ্ধ পর-পদ-তলে,—
মুক্ত হ'ল নিজ ভুজবলে।
কাহার প্রখর শরে, অসুর নিধন ক'রে,
ঘুচাইল ধরণীর ভার,

সুদর্শন চক্রে কার, উদ্ধারিল ত্রিসংসার
চূর্ণ করি পূর্ণ অহঙ্কার।
কোন্ ধনী একাকিনী —উলঙ্গিনী উন্মাদিনী—
হুঙ্কারে ভাসালে ধরাতলে,
কে করিল রক্ত পান, হারা হ'য়ে আত্ম-জ্ঞান,
স্বামী রাখি রুদ্ধ পদতলে;
সাগর লঙ্ঘন করি, আনিয়া মৈথিলী হরি,
কেবা হ'ল সমূলে সংহার,
কাহার বীরত্ব বলে কুরুক্ষেত্র রণস্থলে
প্রবাহিল রুধিরের ধার।
কোন্ কাপুরুষ সেই, পরিহার মাগে যেই,
সপ্তদশ যবনের ডরে,
বাঙ্গালির মন্ত্রণায় আপনার মূঢ়তায়
কে হারিল পলাশি সমরে।
পাণিপথে কোন্ বীর শত-শত-শত্রু-শির
মহারণে করিল ছেদন,
দুর্দ্ধর্ষ রোমের গর্ব্ব কে করিল রণে খর্ব্ব,
নব-বল করিয়া সৃজন।
বিপক্ষের অত্যাচার, সহ্য করি বার বার,
কে করিল পৃষ্ঠ প্রদর্শন;

রক্ষিতে সতীত্ব ধন, প্রাণ দিল বিসর্জ্জন,
কোন্ দেশে রমণী রতন।
শুধু হেরি রণ-লীলা, শুধু হেরি ধূলাখেলা,
নহে স্থির তোমার অন্তর,—
অনন্ত বিস্ময়ময়, বিচিত্র ঘটনাচয়,
পরিপূর্ণ তব কলেবর।
পতি-নিন্দা শুনি কাণে কেবা আত্ম অভিমানে,
ক'রেছিল আপন সংহার,
রবিসুতে পরাজিয়া, মৃত পতি বাঁচাইয়া,
পুণ্য প্রাণ ধন্য হ'ল কার।
স্বীয় পতি অন্বেষণে, কে ফিরিল বনে বনে,
—একাকিনী উন্মাদিনী শেষে;—
নারীধর্ম্ম রক্ষিবারে, আরাধিয়া দিবাকরে,
কে রহিল রোগিণীর বেশে। (১)
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সুতে করি বলিদান,
কে রাখিল কীর্ত্তি, যশ, মান,
বিসর্জ্জিয়া স্নেহ সুখে, পুত্রে দিয়া শত্রু মুখে;
কে সাধিল প্রভুর কল্যাণ। (২)

---

(১) শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী, চিন্তা।

(২) ধাত্রী পান্না।

রক্ষিতে আশ্রিত জনে, তুলাদণ্ড আরোহণে
কে রাখিল খ্যাতি আপনার,
না করিলে পরকাশ, কে জানিত ইতিহাস,
সূত-পুত্র কুন্তির কুমার !
অতুল অক্ষয় যশ, অবিরত তব বশ,
দীক্ষা দাও শিক্ষাহীন নরে ;
তোমার সুখ্যাতি রাশি, সংসারে বেড়ায় ভাসি,
তব করে অন্ধকার হরে ।

অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্র লাভ ।

ইন্দ্রকীল পর্ব্বতের তুঙ্গ-শৃঙ্গপর
যোগ-মগ্ন সব্যশাচী শিব আরাধনে,
হঠাৎ নিকট শুনি ভয়ঙ্কর স্বর,
চাহিলেন আঁখিমেলি ভয়-শূণ্য মনে ।

হেরিলেন পার্থ এক ভীষণ দর্শন,
দুর্দ্দান্ত বরাহ মূর্ত্তি, উল্কাপিণ্ড সম,
ক্ষিপ্র পদে ছুটিতেছে করিয়া কুর্দ্দন
লক্ষ্য করি তাঁয়, যেন কালান্তক যম ।

বরাহ প্রচণ্ড বেগে হ'ল অগ্রসর,
নাশিতে বাসবাত্মজ ফাল্গুনীর প্রাণ,
হেরিয়া ফাল্গুনী, ক্রোধে কম্প কলেবর,
সমুদ্যত করিবারে বরাহে সন্ধান।

অদূরে কিরাত এক বিরাট আকার,
স-শস্ত্র, সস্ত্রীক, সঙ্গে শতেক ললনা,
দ্রুতপদে উপনীত করিয়া চীৎকার,
নিবারিতে অর্জ্জুনের শরের যোজনা!

কহিল কিরাত তায়, ওহে তপোধন,
ক্ষান্ত হও, শর তব কর পরিহার,
বরাহে বিনাশ আমি করিব সাধন,
অগ্রে যে যাহার লক্ষ্য, বধ্য সে তাহার।

কিরাতের কথা পার্থ অবজ্ঞা করিয়া,
নিক্ষেপ করেন শর বরাহ উপর,
কিরাতেরো তীক্ষ্ণ-শর কটাক্ষে ছুটিয়া,
যুগপৎ বরাহের বিঁধে কলেবর।

উভয়ের শরে হেরি বরাহে পতন,
কিরাত উপরে হ'য়ে অর্জ্জুনের ক্রোধ,
কহেন, বিরুদ্ধ কার্য্য করিলি যেমন,
রে কিরাত, অচিরাৎ দিব প্রতিশোধ!

অর্জ্জুনের বাক্যে ব্যাধ হাসি-মাখা মুখে
কহিল মধুর স্বরে ওহে তপোধন,
ছাড়িয়া সংসার-বাস কহ কোন্ সুখে
আসিয়াছ করিবারে আপন নিধন ?

দর্পভরে সব্যশাচী কহেন কিরাতে,
ধনুক, গাণ্ডিব, অস্ত্র, অক্ষয় ভূষণ,
যমের দোসর সম থাকে যার হাতে,
কে আঁটে, কিরাত, তায় এ তিন ভুবন ?

ক্রোধান্ধ কিরাত,—বাক্য করিয়া শ্রবণ,—
কহেন কর্কশ কণ্ঠে, ধর অস্ত্র বীর ;
শমন-সদনে তোমা করিব প্রেরণ,
না হবে অন্যথা, মূঢ়, কহিলাম স্থির !

বাজিল তুমুল রণ অর্জ্জুনে কিরাতে,
সংখ্যাতীত অস্ত্রে শস্ত্রে হ'ল অন্ধকার ;
যত শরে সব্যশাচী কিরাতে আঘাতে,
কটাক্ষে কিরাত তাহা করয়ে সংহার।

অটল অচল সম দাঁড়া'য়ে কিরাত,
সহাস্য বদনে, থেকে অর্জ্জুনের কাছে,

কহিলেক ব্যর্থ তোর যত অস্ত্রাঘাত।
বীরবর! কত শর তূণে আর আছে?

বাণ ব্যর্থ হেরি, পার্থ মানিয়া বিস্ময়,
আত্মহারা হ'য়ে হায় ভাবে মনে মনে,
একে একে যত শর করিলাম ক্ষয়,
বিমুখিল সব এই কিরাতনিধনে!

সুরাসুর-রুদ্র-রক্ষ যে শর নিকরে,
না পারে থাকিতে স্থির, নাহি পায় ত্রাণ,
পরাজিত সব আজি কিরাতের করে,
বিফল হ'ল যে মোর সকল সন্ধান!

দেখিব কিরাত বেটা কত বল ধরে,
ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ নিক্ষেপিয়া শর,
সগর্ব্বে কহিল, ওরে, এ শর নিকরে
কেহ না নিষ্কৃতি পাবে বিনা মাহেশ্বর।

এ কি এ! বিফল হল? কি হবে উপায়?
কেমনে বধিব এই দুরন্ত কিরাতে?
শরাসন কাটি দিয়া আকর্ষিয়া তায়,
জর্জ্জরিত করি এবে মুষ্টির আঘাতে।

ও—হো—হো, মাখিনু কালি ক্ষত্রিয়ের মুখে !
কার্ম্মূক কাড়িয়া নিল কিরাত আমার ?
তীক্ষ্ণ-শর, খড়্গ, তার পরশিয়া বুকে
হইল শক্তুর সম সব চূরমার !

কুলিশ সমান শিলা, দ্রুম ভয়ঙ্কর
খণ্ড খণ্ড হ'ল হায়, একটা আঘাতে ?
একে একে সংহারিল যত ছিল শর,
মল্ল যুদ্ধে যমালয়ে পাঠাব কিরাতে।

এইবার সব্যসাচী হ'ত বাহ্যজ্ঞান,
মল্লযুদ্ধে মন্ত্র-মুগ্ধ ভুজঙ্গের প্রায়,
পিণ্ডাকারে ধরা'পরে রহিল শয়ান,
কিরাতের নিষ্পেষণে, বিলুণ্ঠিত কায়।

মৃণ্ময়-স্থণ্ডিল গাড়ি পূজিতে আবার,
বারবর, বিশ্বেশ্বর শিবময় শিবে,
মালা রচি সাজাইল কলেবর তার,
রুদ্র-বলে কিরাতেরে কটাক্ষে জিনিবে।

এতক্ষণে অর্জ্জুনের হ'ল দিব্য জ্ঞান,
নেহারিয়া সেই মালা কিরাতের গলে,

বিষাদ, বিস্ময়, ভয়ে উড়িল পরাণ,
পড়িলেন পদ-তলে ভাসি আঁখি জলে।

কর যোড়ে কহে, প্রভু আমায় ছলিতে,
বিস্তারিয়া মায়া-জাল সেজেছ কিরাত!
নিক্ষেপ করেছি শস্ত্র না পারি চিনিতে,
ও পবিত্র কলেবরে করিতে আঘাত।

কি হবে উপায় মোর ওহে পশুপতি,
অকৃতি-সন্তানে তাহা কহ দয়াময়,
আসিয়াছি লভিবারে অগতির গতি
তোমার চরণ প্রান্ত,—একান্ত আশ্রয়।

ক্ষম দোষ আশুতোষ, দয়ার সাগর,
রাজ্য-চ্যুত নির্ব্বাসিত অদৃষ্টের ফলে,
জান তুমি অন্তর্য্যামি ওহে বিশ্বেশ্বর,
জ্বলিতেছে প্রাণ যেই তীব্র হলাহলে।

অগ্রজ আমার প্রভু, ধর্ম্মের আধার,
যাপেন কঠোরে কাল ভ্রমি বনে বনে,
দুষ্টের কৌশলে কত দুরদৃষ্ট তাঁর,
অগোচর, বিশ্বেশ্বর, নাহি ও চরণে।

পড়িয়াছি আশুতোষ দুখের পাথারে,
বঞ্চিত না হই যেন চরণে তোমার,
পাইলে অভয় তব না ডরি কাহারে,
অক্ষ-মালী, রক্ষা কর, মিনতি আমার!

ভুলে যাও, ভোলানাথ, অখিলের স্বামী,
অপরাধ অভাগার; জীবনের সাধ,
—জগত-জননী সঙ্গে হেরি তোমা আমি,—
মিটাইব, প্রাণ ভরি, করি প্রণিপাত।

সন্তুষ্ট হইয়া শিব, দিয়া দরশন,
—জগত-জননী সঙ্গে, সভয় পাণ্ডবে,—
কহিলেন, ধর্ অস্ত্র বিজয় রতন,
অবশ্য হইবি তুই অজেয় আহবে।

সূর্য্য

১

তমোহর রবি তুমি বিদিত ভুবন!
ছেদিয়া আঁধার-কারা, —উল্লাসে আপনহারা,—
হাস্য-অমৃতের ধারা করি বরিষণ,
দেখাও নূতন দৃশ্য, বিশ্ব-বিমোহন।
তোমার গৌরব, রবি সতত সস্তুত,
কি ছার তোমার কাছে পান্না, মরকত?

১

২

নিরুপম-ভাতি তব মানস-মোহন ;
ক্ষয় বৃদ্ধি দিবাকর, সদা যার সহচর,
করে যেই কলঙ্কের কালিমা বহন,
হেন শশী কেন হবে তোমার তুলন ?
ধিক্ সে বিমান-বাসী জ্যোতির্ম্ময় শশী,
তোমার করুণা-করে হরে যার মসী।

৩

অনন্ত অম্বর-পথ করিয়া বিদার,
সুদূর পূরব দেশে, মৃদু মন্দ হেসে হেসে,
যখন দেখাও স্বীয় কান্তি সুকুমার,
পালায় ত্রিযামা ত্রাসে, ফেলি অশ্রুধার ;
যেই বিধি করিয়াছে তোমায় সৃজন,
সানন্দে ব্রহ্মাণ্ড তাঁর করে সম্ভাষণ।

৪

জীবের জীবন বলি পূজে তোমা সবে ;
নিরখি তোমার হাসি, মলিন অনল রাশি,
নাহি পারি পরাজিতে তোমায় আহবে,
বিষণ্ণ বদনে আহা নিবসয়ে ভবে।
কৌমুদী-কিরণে ধরা হ’লে আলোকিত,
ক্ষুদ্র খদ্যোতের দ্যুতি হয় নির্ব্বাপিত।

৫

নিজ কার্য্যগুণে তুমি পূজ্য বসুধার ;
তোমার করুণা-বলে, নিরমল-নভস্তলে,
বিরাজিত জলধর অসংখ্য আকার ;
তরঙ্গ নাচায় রঙ্গে বরাঙ্গ তোমার।
উত্তান-পাদপ-পুঞ্জ পুষ্প-ভারে নত,
মুক্তি আশে চিত্ত যেন তোমাতে সংযত।

৬

নব দূর্ব্বাদলে তুমি ছিটাও তুহিন ;
তোমার প্রসাদে রবি, নিশার অতুল ছবি,
উষার সুষমা মূর্ত্তি উপমা বিহীন ;
উল্লাসে আকুল প্রাণ করে নিশিদিন।
তব অনুগ্রহ ফলে ওহে দিবাকর
সুজলা সুফলা সদা বিশ্ব-চরাচর।

৭

এ বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে তুমি মূলাধার ;
বর্ষ-মাস-ঋতু চয়, সিতাসিত পক্ষদ্বয়,
কালের প্রখর স্রোতে ভাসি অনিবার,
ভবের আবর্ত্তে নিত্য করিছে বিহার।
জীবের মঙ্গল কার্য্য করিতে সাধন,
পুণ্যরথে শূন্য পথে তোমার ভ্রমণ।

৮

অন্বেষণে তব তত্ত্ব না হয় সন্ধান,
ক্ষুদ্র এই ধরাতল কতবার বিশৃঙ্খল
হইতেছে, কতবার হ'তেছে নির্ম্মাণ,
তুমি কিন্তু অংশুমালী, আছ বিদ্যমান!
সেই এক ভাবে ভবে উদয়াস্ত গত,
পুলকে আলোক পূর্ণ করিছ সতত।

৯

অনন্ত কালের সাক্ষী তুমি হে তপন,
কত যুগ-যুগান্তর নিবসিয়া শূন্য-পর;
কত কীর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের করিছ সৃজন,
হে আদিত্য তব তত্ত্ব কে করে বর্ণন!
তেজোময় জড়-পিণ্ড বলুক বিজ্ঞান,
আমি জানি, তুমি দেব সর্ব্ব-শক্তিমান্।

১০

চির দিন রবে ভবে তুমি তমোহর!
এমনি কিরণ বলে, উজলিবে ধরাতলে;
বিনাশিয়া শর্ব্বরীর সান্দ্র-কলেবর,
জাগাবে প্রভাতে নিত্য সুপ্ত চরাচর।
যেদিকে ফিরাই আঁখি হেরি তব ছবি,
জগতের গতি মাত্র তুমি, ওহে রবি!

সম্পূর্ণ।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি—দৃষ্টে বহু ভদ্র মহোদয় প্রসংশাপত্র প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি প্রদত্ত হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত জজ পূজ্যপাদ স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বলেন ;—

শ্রীযুক্ত বাবু হৃষীকেশ দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত কবিতা গুলির মধ্যে কয়েকটী আমাকে শুনাইলেন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। কবিতা গুলি তাঁহার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং তাহা সামান্য সমালোচনার সীমার বাহিরের বিষয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি তাহারা একজন ঈশ্বরপরায়ণ ভাবুকের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং সেই জন্যই তাহারা পবিত্র ও প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ। কবিতা গুলির ভাষাও অতি সরল ও সুমধুর; তাহা পাঠ করিয়া এই সুখ-দুঃখময় জগতের অনেক ত্রিতাপ-সন্তপ নর-নারী কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিবেন। এই কবিতাগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। মহা মহোপাধ্যায় পুজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন ;—শ্রীযুক্ত বাবু হৃষীকেশ দত্ত মহাশয়ের কবিতাগুলি পড়িলাম। উহার ভাষা ও ভাব সুন্দর। শোকে ও ক্ষোভে হৃদয় দ্রব হইয়া গেলে এইরূপ করুণ উদার ও ভাবময় কবিতার উৎপত্তি হয়। কবিতাগুলি ছাপাইতে পারিলে ভাল হয়। কলিকাতা। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৩। সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. এ. পি. এইচ. ডি. এম. আর. এ. এস, এফ. এ. এস. বি, মহোদয় বলেন ;—

এই পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া পরম পারিতোষ লাভ করিলাম। কবিতা

গুলি সরল ও ভাবপূর্ণ; লেখক একজন সুকবি। তাঁহার হৃদয় আছে, চিন্তা আছে ও ভাষা আছে।

আশাকরি তাঁহার সুমিষ্ট লেখনী জনসমাজে সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৪। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয় বলেন;—

কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে। বৃথা শব্দাড়ম্বরে কবিতার শ্রীহানি হয় নাই। লেখক একজন হৃদয়বান্ লোক। এরূপ কবিতার আদর হইবে সন্দেহ নাই। ইহার ভাষা ভাবের অনুযায়ী ও সুচিন্তাপূর্ণ

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

৫। কলিকতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী সুবিখ্যাত জমিদার বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর বলেন;—

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত মহাশয়ের রচিত কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি। কবিতাগুলি যেমন করুণ তেমনি সদ্ভাবপূর্ণ। প্রকাশিত হইলে ইহা আদর লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

৬। বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম. এ. মহোদয় বলেন;—

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত মহাশয়ের পিতৃ-বিলাপ কাব্য পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর আমাদের দেশে খাঁটি দেশী ভাবে অনুপ্রাণিত কোনও কবিতা পাওয়া যায় বলিয়া আমার ধারণা নাই।

কিন্তু আমাদের কবিবরের কবিতার মধ্যে বিদেশীয় আমদানি আদৌ নাই একথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে। দেশের প্রকৃত উন্নতি দেশের

জিনিষেই হইবে ইহা এখন অনেকেই অণুধাবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করি সাহিত্যপ্রিয় স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি মাত্রেই এই আদরের জিনিষ মুদ্রণ ও সংরক্ষণে যত্ন করিবেন। শ্রীপঞ্চানন মিত্র।

৭। জেলা যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ বলেন—

(যশোর হিন্দু পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)—

বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ যেদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যে দেশের বিজ্ঞান, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ ও গণিত শাস্ত্র পর্য্যন্ত কবিত্ব মাখা, যে দেশের চন্দ্রের কিরণ, মলয়-সমীরণ, বিহগ-কূজন কবিত্বের মোহিনী শক্তির আধার, যে দেশের মাটী, জল, বায়ু কবিত্বরসে পরিপ্লুত, কবিত্ব শক্তি যে দেশের প্রকৃতিগত ভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, গুণরাশি-নাশী দারিদ্র্য-দোষ যুক্ত রোগক্লিষ্ট দেশের লোকের এই প্রকার প্রকৃতিগত উচ্চভাব প্রস্ফুরিত হইবার অবকাশ নাই, তাই আমরা ভিন্নদেশের কাব্য-জগতের সহিত বিশেষ পরিচিত; কিন্তু স্বদেশের গুপ্ত বা লুপ্ত রত্নের কোন সংবাদই রাখিনা। দেশে এখন বিক্রমাদিত্য বা শিলাদিত্যের পণ্ডিত-সভা নাই, মাসিক পত্রিকাদিতে ফরাসী বা ইংরাজী মাসিক পত্রিকা হইতে অনূদিত ছোট গল্প ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের বিশেষ আদর নাই সুতরাং প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ অনেক স্থলেই লেখকের হস্তলিখিত (পাণ্ডুলিপি) পুঁথিতেই শেষ হইয়া থাকে। নিম্নে যে একটী কবিতা প্রকাশিত হইল তাহার রচয়িতা এই কারণেই সাধারণের নিকট আজিও অপরিচিত। ইঁহার প্রণীত প্রচুর কবিতা আমার নিকট সংগৃহীত আছে। ক্রমশ প্রকাশিত হইবে, সহৃদয় পাঠকগণ ইহার গুণাগুণ বিচার করিবেন। শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ,

বি. এ. বি. ই, (যশোর)

৮। সুকবি শ্রীযুত প্রিয়দর্শন হালদার মহোদয় বলেন ;—

আমি হৃষীকেশ বাবুর কবিতার পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠ করিলাম, শোক-গাথা গুলি যেমন মর্ম্ম-স্পর্শী তেমনই কবিত্বপূর্ণ।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

৯। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত মহাশয়ের কয়েকটী কবিতা পাঠ করিলাম। সমস্তই তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। প্রকাশিত হইলে সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে কেননা উহা হৃদয়গ্রাহী।

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী,

৮৭. ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

১০। কবিতাপাঠে পরিতৃপ্ত হইলাম।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা।

১১। বিখ্যাত সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন ; আমি শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত মহাশয়ের অনেকগুলি কবিতা পাঠ করিলাম, এগুলিতে আন্তরিকতা ও আগ্রহিকতা বিদ্যমান, বিশেষ সকল কবিতাই শোকের কাতরতায় পূর্ণ। আমার বিশ্বাস এই সকল কবিতা সাধারণের নিকট আদৃত হইবে। শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।